NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ধূমপান- প্রসঙ্গ যখন নারী বনাম পুরুষ

পুঞ্চে জঙ্গি হামলা, নিহত তিন জওয়ান ৭

কলকাতা ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ ৫ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.12.2023, Vol.17, Issue No. 190, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সাংগঠনিক অবস্থা বুঝতে রবিবার কলকাতায় শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রাজ্যে আসছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার রাতে কলকাতায় আসার কথা শাহের। সোমবার দিনভর কলকাতায় থাকার কথা তাঁর। সূত্রের খবর, মূলত বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকেই দিকেই নজর রয়েছে শাহের। আর সেই কারণেই এই মুহূর্তে সংগঠন কী অবস্থায় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখবেন বলে খবর। সূত্রের খবর, শুক্রবার থেকে দিল্লিতে বিজেপির একটি বড় বৈঠক শুরু হচ্ছে। মূলত কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের বৈঠক। শনিবারও এই বৈঠক চলবে। এই বৈঠকে প্রতিটা রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কী, তার একটা রিপোর্ট এই বৈঠক থেকে নেওয়া হবে বলে খবর। একইসঙ্গে লোকসভা ভোটে বিজেপি কীভাবে প্রচার করবে, তার পরিকল্পনার রূপরেখা পদাধিকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এরপর দেশের সমস্ত রাজ্যেই এবার লাগাতার সফর শুরু করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সফর শুরু করবেন বিভিন্ন রাজ্যে। এদিকে এই প্রসঙ্গেই গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর মিলছে, সংগঠন খতিয়ে দেখতে প্রথম যে রাজ্যকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, তা হল পশ্চিমবঙ্গ। আপাতত যা খবর মিলছে তাতে, সোমবার দিনভর কলকাতায় থেকে বৈঠক করবেন অমিত শাহ। বিজেপির প্রত্যেক সংগঠনের এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতি, কোথায় কী বদল আনতে হবে বা রাজ্যের সংগঠন এ মুহূর্তে কোন পর্যায়ে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝে নেবেন বলেই সূত্রে খবর মিলছে।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি-বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকল রাজ্য সরকার। আগামী ২৭ ডিসেম্বর নবান্ন সভাগৃহে বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের তরফে হাজির থাকতে বলা হয়েছে ১৫ জন প্রথম সারির মন্ত্রীকে। গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনের সিংহভাগ দায়িত্ব থাকে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের ওপর। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে যাতে মেলার আয়োজন করা যায়, সেজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত। বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। বৈঠকে আয়োজনের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বৈঠক করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই এই মেলাকে পৃথকভাবে দেখার কিছু নেই। মূলত ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি লাখো লাখো মানুষ পুণ্যস্তানে আসবেন। সেই সময় গঙ্গাসাগরে আগত মানুষদের যাতে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সেজন্য এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বড়-উৎসব...

বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্ক থেকে বড়দিনের উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *ছবি: অদিতি সাহা*

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড়দিনের বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিনের আগেই রাজ্যের কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস উৎসবের মঞ্চ থেকে তিনি নতুন বছরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য আরও চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করেছেন। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই এই বাড়তি মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে। আদালতের নির্দেশকে হাতিয়ার করে যখন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ নবান্নের দোরগোড়ায় নতুন করে ধর্না আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই আনন্দে মেতে উঠেছেন সরকারি কর্মচারীরা। কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা প্রতাপ নায়েক বাড়তি মহার্ঘ ভাতা ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পার্ক স্ট্রিটে এদিন ক্রিসমাস উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে এটা বাধ্যতামূলক নয়, এটা অপশন। কিন্তু আমাদের কর্মীরা খুব ভালো কাজ করে। তাই ২,৪০০ কোটি টাকা লাগলেও এটা আমরা দেবো। সব মিলিয়ে ১৩৫ শতাংশ ডিএ দিচ্ছি ২০১৯ সাল থেকে। প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এই নিয়ে গতকালও আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। টানাটানি থাকা সত্বেও আরও ৪ শতাংশ ডিএ দিচ্ছি। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।'

৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা

সিদ্ধান্তে অনড় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে বৃহস্পতিবার নবান্নের কাছেই ধর্না দেওয়ার কথা ডিএ আন্দোলনকারীদের। তার আগেই অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠান থেকে ডিএ বড় ঘোষণা করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন তিনি। নতুন বছর অর্থাৎ আগামী ১ জানুয়ারি ৪ শতাংশ বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক ছিল ৪০ শতাংশ। ৪ শতাংশ বৃদ্ধির পর সেই ফারাক কমে হল ৩৬ শতাংশ। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাতেও ঝাঁঝ কমছে না আন্দোলনের। এই প্রসঙ্গে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন 'ভিক্ষা গ্রহণ করা হবে না'।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জানান, 'সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মচারিদের পাশাপাশি শিক্ষক- অশিক্ষক কর্মচারি ছাড়াও রাজ্য সরকারের পোষিত সব সংস্থার কর্মীরাই নয়া মহার্ঘ ভাতা পাবেন।'

উল্লেখ্য, চলতি বছরের বাজেট অধিবেশনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেছিলেন। আর এদিন আরও ৪ শতাংশ ডিএ'র ঘোষণা হলো। যার ফলে মোট ডি.এ বেড়ে হলো ১০শতাংশ। এর ফলে প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ সরকারি ও আধাসরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ এবং পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এই ৪ শতাংশ বাড়তি ডিএ বাবদ রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে বছরে অতিরিক্ত ২,৭৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ১০ শতাংশ ডিএ বাবদ রাজ্য সরকারকে বছরে মোট ৬,৮৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

আন্দোলনকারী কর্মীদের দাবির বিপক্ষেও একাধিক তথ্য পেশ করেছে রাজ্য সরকার। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে বর্তমান সরকার আসার আগে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিগত সরকার ২০১১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল ১৩,০০৯ কোটি টাকা। এই সরকার আসার পর পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশকে মান্যতা দিয়ে ধাপে ধাপে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৯০ শতাংশ ডিএ বরাদ্দ করেছে, যার আর্থিক পরিমাণ ১.৬৬.৮৬৫ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে এই সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকারী করে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং পেনশন প্রাপকদের নতুন বেতন ক্রম (পে-স্কেল) চালু করে। এই নতুন বেতন ক্রমে মূল বেতনের 'বেসিক পে'র সঙ্গে ১২৫ শতাংশ ডিএ সংযুক্ত করে বেতন ২.৫৭ গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই অনুযায়ী নতুন মূল বেতন ক্রম ধার্য হয়। নতুন পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে রাজ্য সরকার গত তিন বছরে ডিএ-সহ বেতন ও পেনশন বাবদ ২ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে। নতুন পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হওয়ার পরে এতদিন রাজ্য সরকার ৬ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিল, যার জন্য রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে বছরে ৪,১৩৩ কোটি টাকা খরচ হচ্ছিল।

নিহত ৩ জওয়ান

পুঞ্চ, ২১ ডিসেম্বর: ফের সেনা ট্রাকের উপর অতর্কিতে হামলা চালাল জঙ্গিরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়। সেনাবাহিনীর তরফে খবরটি নিশ্চিত করে জানানো হয়, পুঞ্চের সুরানকোটে ডেরা কি গোলি জঙ্গল এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ই সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ও ট্রাকটি হামলা চালায় জঙ্গিরা। তারপরই পাল্টা গুলি ছোড়েন জওয়ানরা। তবে এই অতর্কিত জঙ্গি হামলায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৩ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৩ জন্য। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, দু-পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে সিআইএসএফ

বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: হামলার পরেই বড়সড় বদল সংসদের নিরাপত্তায়। লোকসভা ও রাজ্যসভা-সহ গোটা সংসদ ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পেল সিআইএসএফ। এতদিন পর্যন্ত এই কাজ ছিল দিল্লি পুলিশের। তবে সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার পরেই তাদের সরিয়ে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, এবার থেকে সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সিআইএসএফ। তবে ভবনের বাইরে আগের মতোই দায়িত্বে থাকবে দিল্লি পুলিশ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, সংসদ ভবনের অন্দরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে সিআইএসএফ-এর উপর। সংসদে কারা প্রবেশাধিকার পাবেন, সিআইএসএফ-ই সেই সিদ্ধান্ত নেবে। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে সিআইএসএফ। তবে সংসদের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে আগের মতোই থাকবে দিল্লি পুলিশ। দায়িত্ব পাওয়ার পরেই বৃহস্পতিবার গোটা সংসদ পর্যবেক্ষণ করেন সিআইএসএফ আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ। বুধবার রাতে কর্নাটকের বাগালকোট থেকে সাই কৃষ্ণ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এই সাই কৃষ্ণ বাগালকোটেরই ডিএসপির ছেলে। পুলিশ সূত্রের খবর, সংসদে হামলাকারী মনোরঞ্জন ডি'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাই। তাঁরা একসঙ্গে বেঙ্গালুরু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেছেন। ইদানিং তিনি এক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার হয়ে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছিলেন। বাড়িতে বসেই মনোরঞ্জনদের সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। দিল্লি পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়া শুরু উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে। কোথাও কোথাও আবার শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বুধবার রাতে পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বেশির ভাগ জায়গায় শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, তার সঙ্গে দোসর হয়েছে কুয়াশা। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে আগামী দিনে কুয়াশার দাপট বাড়বে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। এ ছাড়াও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও কুয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা পড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় আগামী তিন দিন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কুয়াশা পড়লেও, তা খুব একটা ঘন ছিল না। তবে শীতের কনকনানি ছিল যথেষ্ট। পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি রাজস্থানেও তাপমাত্রার পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গিয়েছে। সিকর জেলার ফতেহপুরে বুধবার রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীর, গিলগিট- বাল্টিস্তান, মুজফফরাবাদ এবং হিমাচল প্রদেশের কোথাও কোথাও তুষারপাত বাড়বে। তবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি এবং উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে শুক্র এবং শনিবার, অন্য দিকে, উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে শনিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লিতে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা ৫-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে।

৩ বেড়ে লোকসভায় সাসপেন্ডেড সাংসদের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪৬ জন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: লোকসভা থেকে আরও তিন বিরোধী দলের সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয় বৃহস্পতিবার। স্পিকার ওম বিড়লা লোকসভায় অসংসদীয় আচরণের জন্য ওই সাংসদদের সাসপেন্ড করেছেন। এই নিয়ে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া সাংসদের মোট সংখ্যা বেড়ে হল ১৪৬।

এর আগে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সদস্যেরা দিল্লির রাস্তায় সরকার বিরোধী একটি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত হেঁটেছিলেন বিরোধীরা। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই তিন সাংসদকে সাসপেন্ড করার কথা জানান স্পিকার।

বৃহস্পতিবার লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন কংগ্রেসের ডিকে সুরেশ, দীপক বৈজ এবং নকুল নাথ। ডিকে সুরেশ বেঙ্গালুরু গ্রামীণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ। তিনি বর্ষীয়ান নেতা তথা কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের ভাই। দীপক বৈজ হলেন ছত্তিশগড়ের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং বস্তারের সাংসদ। এ ছাড়া, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া কেন্দ্রের সাংসদ নকুল নাথও রয়েছেন সাসপেন্ড সাংসদদের তালিকায়। এই ঘটনার সমালোচনা করে বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার পক্ষ সংসদে বিরোধী কোনও সদস্যকে চায় না। তাই তাদের অনুপস্থিতিতে বিল পাশ করানো হচ্ছে। একে 'ক্রিকেট মাঠে কোনও ফিল্ডার ছাড়া ব্যাটিং করা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে জানিয়েছেন, সাংসদদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে আজ দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসবেন বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নেতারা। তাঁর কথায়, 'এই সাসপেনশন সংসদীয় রীতি পরিপন্থী এবং বেআইনি।' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা করে খাড়গের মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী চান না সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠু ভাবে চলুক। তাই উনি সংসদ অধিবেশন চালাকালীন আমদাবাদে, বারাণসীতে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন, কিন্তু এক বারও সংসদে এসে কিছু বলছেন না।'

আজ যন্তরমন্তরে ধর্নায় 'ইন্ডিয়া'

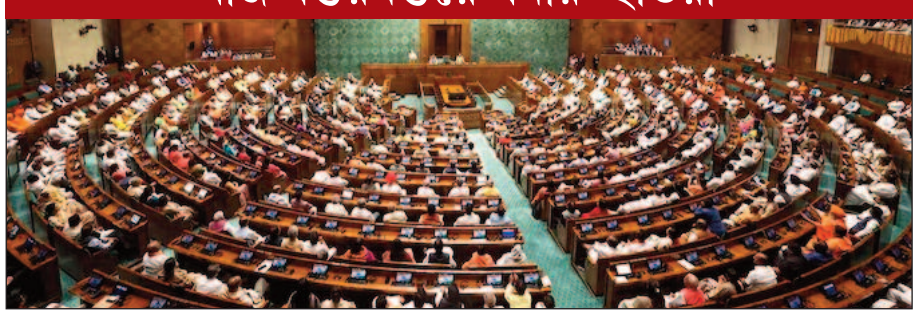

দেশজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ৫৯৪

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: দেশে কোভিডের নতুন উপরূপ জেএন.১-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২১ ছুঁয়েছে। নতুন এই উপরূপে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে কেন্দ্র। বুধবার রাজ্যগুলির সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকও করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯৪। নতুন উপরূপে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় দেশে কোভিডের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। শুধু কেরল নয়, কর্নাটক, গুজরাত, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রেও নতুন করে অনেকেই সংক্রমিত হয়েছেন কোভিডে। বুধবার দেশে কোভিডে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬১৪। যা গত ২১ মে-র পর থেকে যা সবচেয়ে বেশি।

কেরলে নতুন উপরূপ জেএন.১-এর প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে। তার পর গোয়া এবং মহারাষ্ট্রেও এই নতুন উপরূপের সন্ধান মিলেছে। শুধুমাত্র গোয়াতেই এই নতুন উপরূপে আক্রান্ত ১৯ জন। কেরল এবং মহারাষ্ট্রে এক জন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তার পর থেকেই এই নতুন উপরূপ নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে। যদিও জনসাধারণকে এই উপরূপ নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ারই পরামর্শ দিয়েছন নীতি আয়োগ সদস্য চিকিৎসক ভিকে পাল। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না কেন্দ্র। পরিস্থিতি যাতে নাগালের বাইরে বেরিয়ে না যায়, তাই আগেভাগেই সমস্ত রাজ্যগুলিকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। বুধবারই রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কোভিড নিয়ে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি কেমন, তা নিয়ে পর্যালোচনা হয় ওই বৈঠকে।

সর্দি-কাশি-জ্বর হলেই সতর্ক থাকতে হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো উপসর্গ দীর্ঘদিন চললে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতায় দ্রুত কোভিড পরীক্ষা করুন। আরটি-পিসিআর এবং অ্যান্টিজেন করতে হবে। ভিড় যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। সরকার নির্দেশিকা না থাকলেও মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষত প্রবীণ এবং কোমর্বিডিটি আছে যাদের, তাঁদের জন্য মাস্ক কাজে আসবে।

আরও একটি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তা হল কোভিড সংক্রমণকে সাধারণ ঠান্ডা লাগা বলে ভুল করা। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন জানিয়েছেন, অনেকেই সাধারণ ঠান্ডা ভেবে কোভিডকে অবহেলা করছেন। কিন্তু শরীরে অন্য রোগ থাকলে কোভিড ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তখন হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে। এমনকী কোভিড হয়ে হৃদরোগ সহ একাধিক শারীরিক সমস্যাও হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৬৬৫ নং এফিডেভিট বলে Abbas Mallick S/o. Idu Mallick ও Abbas Ali Mallick S/o. S. I. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭০৩৯ নং এফিডেভিট বলে Ajay Das S/o. Santalal Das ও Ajay Kr. Das S/o. Lt. S. Das, Late Santalal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samir Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashraf Ali ও Sk. A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৬৬৩ নং এফিডেভিট বলে Khokan Majumdar S/o. Hiralal Majumdar ও Khokan Mazumdar S/o. Hiralal Mazumdar তালপুকুর পাড়, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৬৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Kumar Maji ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Suandar Maji ও S. C. Naji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Mahabub ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Rauf ও Raf Miya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৬৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Fanibhusan Banerjee ও Lt. P. B. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Hussain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Yunnus ও Lt Md Yunus সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি বিক্রম ঘোষ আমার ভোটার কার্ডে পিতার নাম মহাবীর ঘোষ আছে। ৬/১/২৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা মহাবীর ঘোষ ও মহাদেব ঘোষ উভয় একই ব্যক্তি হইল। গ্রাম সুবর্ণ বিহার আমঘাটা নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, Sanatan Sarkar, S/O. Late Shaileshwar Sarkar, R/O. Vill. Madhabpur Bakshipara, P.O. Madhabpur, P.S. Chapra, Dist. Nadia, Pin-741164 hereby declare that Sanatan Sarkar and Sanaton Sarkar is the same person proved by an affidavit sworn before the Notary Public at Krishnagar on 16.12.2023

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 27e/ KNGP/2023-24/5th FC, 28e/ KNGP/2023-24/15th FC, Date - 21.12.2023,** Last date of submission **11.01.2024 up to 12a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of The District Delegate, Kharagpur
Succession Certificate Case no. 1/2023

Sri Uttam Kumar Ray ...Petitioner
-Vs-
General Public of Saratpally ...O.P.

এতদ্বারা খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত শরৎ পল্লীসাকিনের সর্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, মৃত বাদল কুমার রায় এর নিম্ন তপশীল বর্নিত assets সম্বন্ধে Succession Certificate পাওন জন্য উত্তম কুমার রায়, সাং- শরৎ পল্লী, পোঃ- ইন্দা, থানা - খড়্গপুর (T), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি আগামী ১০.০১ ২০২৪ তারিখের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া যথাযথ তদ্বিরাদি লইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Schedule

The debts/amount lying before the office of L.I.C. Policy no. 498611891 dated 28.11.2008 Amount Rs. 75,000/- (Rupees Seventy five thousand) only.

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Sr. Divn.)
Kharagpur, Paschim Medinipur
21/12/23

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Addl. District Judge (R.D) Court, Paschim Medinipur
Ref - Mat Suit Case No. 546/2022

Mridul Kr Samaddar S/O Priyalal Samaddar Malancha Road, P.O. Kharagpur. P.S. Kharagpur (T) District- Paschim Medinipur.
.... Petitioner
= VS =
Smt. Moumita Samaddar W/O-Mridul Kr. Samaddar D/O Naba Kumar Saha. Of Nabaday Pally, P.O. & P.S. Belda, District-Paschim Medinipur.
.... Respondent

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী মৃদুল কুমার সমাদ্দার, প্রতিপক্ষ শ্রীমতী মৌমিতা সমাদ্দার এর বিরুদ্ধে U/S-13 (1) (ib) of H.M.Act. ডির্ভোস এর প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপনি contest করিতে চান তাহলে আগামী ০২.০১.২০২৪ তারিখে স্বয়ং তাথবা উকিলবাবুর দ্বারা উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Sumit Das
বেঞ্চক্লার্ক
অতিরিক্ত জেলা জজ (আর.ডি) কোর্ট
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর

নাম পরিবর্তন

আমি -মুনসুরা খাতুন বিবি, স্বামী, মৃত শুকুর আলী, সাং বানিয়া খালি, পোস্ট গোকুল গোবিন্দপুর থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ , S,D,E,M কোর্টে ডোমকল এ এফিডেভিট করিয়াছি যার সিরিয়াল নং 5257, Date. 13.12.2023 আমার স্বামী নাম শুকুর আলী, এবং শুকুর সেখ, এবং শুকুর আলী সেখ এবং মোহাম্মদ শুকুর আলী একই ব্যক্তি ।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Addl. District Judge (R.D) Court, Paschim Medinipur
Ref: Mat Suit Case No. 508/2022

BRAJAGOPAL MAITY S/O- Saktipada Maity Of Village Kashba, P.O. & P.S. Narayangarh District Paschim Medinipu
...Petitioner
= VS =
BANDANA MAITY W/O- Brajagopal Maity D/O Sankar Singha Of village & P.O. Naipur, P.S. Patashpur, District, Purba Medinipur Pin-721439
...Respondent

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী ব্রজগোপাল মাইতি, প্রতিপক্ষ বন্দনা মাইতি এর বিরুদ্ধে U/S-13 of H.M. Act. ডির্ভোস এন প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপনি contest করিতে চান তাহলে আগামী ০৬-০১-২৪ তারিখে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর ধারা উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ মোতাবেক কার্য্য করা হইতে

অনুমত্যানুসারে
Sumit Das.
বেঞ্চক্লার্ক
অতিরিক্ত জেলা জজ (আর.ডি) কোর্ট
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে ডিসেম্বর । শুক্রবার , ৫ ই পৌষ। দশমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টত্তরী শুক্র র মহাদশা, বিংশোত্তরী কেতুর র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি :বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি :এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে - সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন - ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভূল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন ।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন ।আদ্যাস্ত্রত্ব পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান - সুবর্ণ সুযোগ ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে - বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি । কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি :সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(জাতীয় গনিত দিবস। শ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জরিমানা দিতে হবে পকেট থেকে: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হুগলি জেলা প্রাথমিকের চেয়ারম্যান ও রাজ্য স্কুলশিক্ষা কমিশনারকে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যাপারে তাঁরা কোনও পদক্ষেপ না করে নীরব ভাবে বসে থাকার অভিযোগে আদালত ওই জরিমানার টাকা নিজেদের পকেট থেকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রাথমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজির ছিলেন কোর্টে। আদালতের বক্তব্য, জরিমানার টাকা কোনও সরকারি তহবিল থেকে নয়, নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে দিতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ গত সাত বছর আপনারা মুখ বন্ধ করেছিলেন। আপনাদের ভূমিকা কী ছিল? আপনারা দায়িত্ব পালন করেননি। আপনারা কী ভাবেন, কেউ কিছু জানতে পারবে না কোনও দিন? হুগলির ৬৬ জন চাকরি প্রার্থীই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। এঁরা প্রত্যেকে সরকার থেকে ভাতা পান। ১৯৮৩ সালের সিলেকশন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকতার আবেদনকারী এঁরা। তিনবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। মামলাকারীদের বক্তব্য, অস্থায়ী চাকরি পাওয়ার সময়ে তাঁদের বলা হয়েছিল, প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে তাঁদের ওই স্কুলেই স্থায়ী চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এত বছরেও ডিপিএসসি পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি বলেও অভিযোগ। তাতেই এ দিন জরিমানা করা হলো কর্তাদের।

বৃহস্পতিবার এমসিসিসিআইয়ের কনফারেন্স হলে আইইইএমএ-এর পূর্বঞ্চলের চেয়ারম্যান দেবেশ গোয়েলের হাতে স্মারক তুলে দিলেন এমসিসিআই-এর তাৎক্ষণিক প্রাক্তন সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি। তাঁর ডানদিকে রয়েছেন অভিজিৎ ঘোষ, নির্বাহী পরিচালক, বিতরণ সেবা, সিইএসসি অ্যান্ড কো-চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অন ইন্ডাস্ট্রি, বিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি।

শীতের মরসুমে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত পাঁচ দিনের নাট্যমেলা হয়ে গেল সিউড়ি রবীন্দ্রসদনে। নানা স্বাদের পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হল এখানে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে নাটক যেমন হল এখানে, ঠিক তেমনি মুঘল হারেমের অজানা তথ্য নিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের গবেষণা থেকে নির্মিত 'রাজতরঙ্গ' নাটক, ছিল বিজয় তেন্ডুলকরের বিখ্যাত নাটক সখারাম বাইণ্ডার অবলম্বনে 'সখারাম', মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' অবলম্বনে '২৫ পয়সার লড়াই' এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'আগুনে'র মত এ সময়ের উল্লেখ্য প্রযোজনাগুলি। অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল 'শিল্পায়ন', 'বহুরূপী', 'থিয়েটার কমিউন', 'নান্দীরঙ্গ' ও 'আলাপ' বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সদস্য মলয় ঘোষ।

ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে গীতাজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার ট্র্যাঙ্গুলার পার্কে হরিদ্বার ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর ব্রহ্মলীন শ্রীমৎস্বামী দেবানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত গীতা জয়ন্তী উৎসব শুরু হচ্ছে আজ থেকে। ২৮ দিনব্যাপী রোজ গীতাপাঠের অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে অন্যান্য বিগত বৎসরগুলির মতো। এরই মধ্যে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন এবং শ্রীমৎস্বামী ভোলাগিরি মহারাজের আবির্ভাব এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দীক্ষা দিবসের পূণ্যলগ্ন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হবে। এই উপলক্ষে মূল মঞ্চে নামাবতার শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত সত্যধর্ম প্রচার সংঘ পার্কের নামের পরিচালনায় মহানাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের পরিচালনায় থাকবেন সীতারাম সেবক উত্তম দে।

দীনেশচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির পক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টায় মধ্যকলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাকক্ষে ' দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণ পদক-২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলাদেশ, ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ড. মিল্টন বিশ্বাসকে স্বর্ণপদক অর্পণ করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, ড.জিনপ্রিয় মহাথেরো, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার থান্ডার, ড. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, ড. বিভাস নায়েক, মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস সামাদ, লদী ল, ড.অরূপ মিত্র। অনুষ্ঠান পরিচালনায় রিসার্চ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদিকা দেবকন্যা সেন।

অভিমানে আত্মঘাতী স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় একাদশ শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ফতেপুর এলাকায়। পরিবারের ছোটমেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে অভিভাবক থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা। বৃহস্পতিবার সকালে শোবার ঘর থেকেই একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই স্কুল ছাত্রীর নাম খুশি মণ্ডল (১৭)। পরিবারে রয়েছে বাবা অশোক মণ্ডল, মা শিলা মণ্ডল। খুশিরা তিন বোন। খুশি ভাই বোনদের মধ্যে সবথেকে ছোট। সে স্থানীয় ভালুকা হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এদিন পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য দিনের মতো সকালে কাজে চলে যায়। পরিবারের সদস্যরা ফিরে এসে দেখে শোয়ার ঘরে তার ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং শরন্যা মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার কালেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বিধায়ক খোকন দাস সহ অনান্যরা। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক জানান, ১০০ জন মানুষ এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ১১৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দুর্গাপুরের মামড়া বাজার আঞ্চলিক অফিস এর উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রধান কুন্দন কুমারের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সহ আরও অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপুটি রিজনাল হেড সুমিত কিশোর এবং ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিকেরাও।

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো', ক্যালেন্ডারে অভিনব ভাবনা আইআইটি-র

অশোক সেনগুপ্ত

সর্বশেষ বরফ যুগেরও আগে ছিল আমাদের ভারতবর্ষ। কীভাবে? বহুবর্ণের ছবি-সহ ২৮ পৃষ্ঠার এক সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারে তা তুলে ধরেছে আইআইটি খড়্গপুর। মূল বিষয়; তক্যালেণ্ডার অফ দি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম (আইকেএস) ফর দি ইয়ার ২০২৪ত।

ক্যালেন্ডারের শিরোনাম 'ইন্ডিয়া অফ দি এজেস'। উইল ডুরান্ট ও এরিয়াল ডুরান্ট 'দি স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন'-এ লিখেছিলেন, 'ইন্ডিয়া ওয়াজ দি মাদারল্যান্ড অফ আওয়ার রেস, অ্যান্ড স্যাংস্কৃট দি মাদার অফ ইওরোপ'স ল্যাঙ্গুয়েজেস মাদার ইন্ডিয়া ইজ ইন মেনি ওয়েজ দি মাদার অফ আস অল।' বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু হয়েছে ক্যালেন্ডারের পথ পরিক্রমা।

মানচিত্রে দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষের আদিতম অবস্থান, দাস জিওলজিক্যাল ফর্মেশন অফ ইন্ডিয়া (গোন্ডওয়ানা) অ্যাজ এ পার্ট অফ গোন্ডওয়ানাল্যাণ্ড (সাদার্ন সুপার কন্টিনেন্ট) আর বোথ সিনোনিমাস অ্যাণ্ড সিনক্রোনাস ।দ সভ্যতার বিবর্তন, সুসংহত সমাজ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা', ঋষি অরবিন্দর ছবি ও বাণী, বিবর্তনের নানায়কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি-সহ তাঁর সেই সুন্দর কথা

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'

খ্রিষ্টপূর্ব ৫ হাজার সালে ঋক বেদ-রামায়ণের সময়কাল থেকে ৫ হাজার খ্রিষ্টাব্দের বেদান্ত-মহাভারত-গীতা, এই পুরো সময়ের একটা নির্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় এই ক্যালেণ্ডারের পাতায়। উল্লেখ আছে উজান আর্যবার্তার দ্বাররক্ষী ঋষি বশিষ্ট, মিত্রা, বরুণি, নিম্ন আর্যবার্তার দ্বাররক্ষী অগস্ত্য মুনির কথা, ভারতের বর্তমান মানচিত্রে এই দুই যুগের সংযোগকারী পথচিহ্ন।

বেদের প্রাচীন ভাষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কৃতের আলোচনায় উপহার দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দর সুদৃশ্য ছবি। প্রাচীন এবং পরবর্তী বেদান্ত সাহিত্য ও উপনিষদের আলোচনায় রয়েছে ঋষি অরবিন্দর ছবি ও উক্তি।

'ইন্ডিয়া অফ এজেস'-এ স্বামী বিবেকানন্দর প্রাসঙ্গিক উক্তির সঙ্গে রয়েছে জোরোয়াসস্ট্রিয়ানিজম'-এর উদ্ভব, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব, ইসলাম; যুগে যুগে ধর্মের রূপান্তরের কথা। এ ছাড়াও রয়েছে যুগে যুগে নানা অভিযানের কথা ছবি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের (১৪৯২-১৫০৪) অভিযান থেকে ইস্ট ইন্ডিজে ভাস্কো ডা গামার জলযাত্রা (১৪৯৭-১৪৯৯)।

ক্যালেন্ডারের ভাবনা ও রূপরেখার তৈরিতে কাজ করেছে একদল পণ্ডিত ব্যক্তি। যাঁদের মধ্যে আছেন আইআইটি খড়্গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তিওয়ারি, অধ্যাপক অমিত পাত্র, আর্কিটেকচার ও রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপক তথা সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ফর ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের জয় সেন। ক্যালেন্ডারটি নতুন বছর পাওয়া যাবে আমাজনে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ ৬ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার

রাজ্যে এবার সিবিআই থানার দরকার, সমবায় মামলায় পর্যবেক্ষণ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'রাজ্যে এবার সিবিআই থানা তৈরি হওয়া প্রয়োজন। অন্তত তিন থেকে চারটি সিবিআই থানা গঠন করা প্রয়োজন।' বৃহস্পতিবার সমবায় সমিতির দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্তত ৫০ কোটির দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ওই মামলায়। তদন্তের জন্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই-কে কয়েকজন পুলিশ অফিসার দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশের পর রাজ্য সাহায্য করেনি বলে দাবি করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন সাহায্য করা হল না, তা নিয়ে আগেও বিচারপতি প্রশ্ন করেন রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে। এরপরও মেলেনি সদুত্তর।

আদালত সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের মহিলা সমবায় দুর্নীতি মামলা বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে ওঠে। মুখবন্ধ খামে এদিন রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। রিপোর্ট দেখে শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, সিবিআই থানার প্রয়োজন রয়েছে বঙ্গে। এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সমবায় দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্ত করছে। এর আগে আলিপুরদুয়ার সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বাসভবনে যান সিবিআই আধিকারিকরা।

এদিকে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যায় ওই সমবায় সমিতিটি। তৎকালীন সময়ে আলিপুর সমবায় সমিতির গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২১ থেকে ২২ হাজারের কাছাকাছি। এই সমিতিটির বিরুদ্ধে বহু টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। মামলাটি গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টেও। এরপর জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল।

আলিপুর সমবায় সমিতির আর্থিক তছরূপের তদন্তে নেমে সিবিআই আধিকারিকরা জানতে পারেন ২০০০ সালে এই সমবায় সমিতিটি কাজ শুরু করে। সেখানে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা অধিকাংশ সময় অর্থ সঞ্চয় করে থাকতেন। ধীরে ধীরে সেখানে আমানতকারীর সংখ্যা অনেকটাই বাড়ে। কিন্তু, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমবায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ঋণদানের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

এরপর গত ২৪ অগাস্ট আলিপুর সমবায় দুর্নীতি মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় সিবিআই-এর হাতে। অভিযোগ উঠেছিল, এই মামলা সম্পর্কিত কোনও তথ্য সিবিআই বা ইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। এর আগে সিআইডিকে এই মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

মান-অভিমান ভুলে যাওয়ার আহ্বান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'দিন তিনি এজলাসে বসেননি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সটান হাজির হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে। আইনজীবীদের একাংশ তখন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ নিয়ে ক্ষোভে ফুটছেন।

তবে মুহূর্তেই সেই 'মান' ভঞ্জন করলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবীদের উদ্দেশে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলে ওঠেন, 'রাগ অভিমান করে থাকবেন না, কাজে ফিরুন। কাজ করতে গেলে মাথা গরম হয়, ওটা নিয়েই চলতে হবে।' অবশেষে মান-অভিমান সাঙ্গ করে বিচারপতির এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুরে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলার শুনানি চলাকালীন এক আইনজীবীকে 'সিভিল প্রিজন'-এ রাখার নির্দেশ দেওয়া নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। যদিও পরে আইনজীবীদের একাংশের অনুরোধে তিনি সেই নির্দেশ প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন। তবে তাতে পুরোপুরি শান্ত হননি আইনজীবীরা।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস 'বয়কট করার' ডাক দিয়েছিল বার অ্যাসোসিয়েশনের একাংশ। মঙ্গল এবং বুধবার এজলাসে আসেননি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর বৃহস্পতিবার অবশ্য তিনি এজলাসে এসে বসেন। এদিন

এজলাসে বসে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, বেলা দেড়টা নাগাদ তিনি ২ নম্বর বারে যাবেন। সেখানে গিয়ে কথা বলবেন। তবে 'সরি' বলতে বা দুঃখপ্রকাশ তিনি করবেন না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দেন বিচারপতি। আর আইনজীবী প্রসঙ্গে কেন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, ঠিক কী ঘটেছিল এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছিল তা তিনি বলবেন। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, 'আপনারা সবাই আমার ভাই। কোনও যাতে ভুল বোঝাবুঝি না থাকে তা চাই।'

বিচারপতির ১৭ নম্বর এজলাসের বৃহস্পতিবার অন্যান্য দিনের মতোই কাজ শুরু হয়েছিল। ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ এজলাসে আসেন বিচারপতি স্বয়ং। এদিন বিচারপতি এজলাসে উপস্থিত হলে কিছু আইনজীবী মামলা লড়ার জন্য হাজির হন। কিন্তু, বেশিরভাগ মামলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায় আইনজীবীদের। এই দৃশ্য নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের কথায়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে একাধিক মামলার শুনানি হয়। মামলার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই উপস্থিত থাকেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এদিনও দৃশ্যটা কিছুটা একরকম ছিল। কিন্তু, আইনজীবীদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন না।

এদিন তিনটি মামলার ক্ষেত্রে মামলাকারীরা স্বয়ং বিচারপতির কাছে সওয়াল করলেও অন্য দু'টি মামলাতে সওয়াল করেন আইনজীবীরা। কোনও একটি পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে নির্দেশ না দেওয়ার কথা স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে এর আগে বার অ্যাসোসিয়েশনের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এজলাসের বাইরে যে দৃশ্য দেখা যেত তা এক্ষেত্রে নজরে আসেনি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসের বাইরে আইনজীবীদের তরফে কোনও স্লোগানিং বা বিক্ষোভ দেখানো হয়নি।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক জানিয়েছিলেন, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করেছে। এই নির্দেশ ঠিক হলে তা ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ হত না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২২ লক্ষ 'প্রতারণা'!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তিনি বিশেষভাবে সক্ষম। অভিভাবক বলতে শুধুই মা। বাবা মারা গিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে আলাপ হয়েছিল এক যুবকের সঙ্গে। যিনিও স্ত্রীর মৃত্যুতে একাকী। দু'জনের দুঃখ কখন যেন এক হয়ে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা। মেলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি।

তবে সেই ঘনিষ্ঠতা আর বিশ্বাসের দাম যে নিজেদের সমস্ত আর্থিক সম্বল হারিয়ে দিতে হবে বুঝতেই পারেননি প্রেমে পড়া বিশেষভাবে সক্ষম তরুণী। যখন বুঝলেন তখন ২২ লক্ষ টাকার বেশি সেই যুবককে বিশ্বাস করে দিয়ে দিয়েছেন। আর এও জেনেছেন তিনি বিবাহিত। স্ত্রীও দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছে।

বিশেষভাবে সক্ষম তরণীকে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল যাদবপুরের বাসিন্দা ইন্দ্রনীল ঘোষ ওরফে অমিত নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বিশ্বাস-ভরসা জুগিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতির নামে ওই যুবক ২২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ধাপে ধাপে হাতিয়ে নিয়েছেন বলে থানায় অভিযোগ করেছেন তরুণী। তিনি খ ড়দা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রাসখোলা এলাকার বাসিন্দা। সুবিচার চেয়ে খড়দা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

অভিযোগকারী তরুণী জানান, বছর তিনেক আগে সামাজিক মাধ্যমে যাদবপুরের ইন্দ্রনীল ঘোষ নামে ওই যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ওই যুবক তাঁকে জানিয়েছিল তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই যুবক তাঁকে বিয়েরও প্রতিশ্রুতি দেন।

ওই তরুণীর বাবা প্রয়াত পুলিশ কর্মী ছিলেন। যাদবপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে বিধবা মা-সহ তাঁকে বেশ কিছুদিন রাখেন ওই যুবক। এমনকী ফ্ল্যাট কিনে দু'জনকে রাখার আশ্বাসও দিয়েছিলেন ওই যুবক। তরুণীর দাবি, বাড়ি বিক্রি বাবদ তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২৪ লক্ষ টাকা গচ্ছিত ছিল। ধাপে ধাপে ২২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ওই যুবক হাতিয়ে নেন।

অভিযোগ, যাদবপুরে কিছুদিন থাকাকালীন তরুণী জানতে পারেন ওই যুবকের স্ত্রী জীবিত আছেন। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেই তিনি সম্প্রতি খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে।

বইমেলার পার্কিং সমস্যা মেটাতে নতুন পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বইমেলার সময় পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে এবার করুণাময়ী এলাকার সেন্ট্রাল পার্ক সংলগ্ন সরকারি অফিসগুলির পার্কিংয়ের জায়গা ব্যবহার করা হবে। বিশেষ করে শনি, রবি এবং ছুটির দিনগুলিতে। ৭ দিনের মধ্যে মেলার মাঠে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ সেরে ফেলা হবে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড এবং প্রশাসনিক কর্তারা মেলা মাঠ পরিদর্শনের পর নবান্নে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। ঠিক হয়েছে, মেলা প্রাঙ্গণে গতবারের তুলনায় আলো, বায়ো টয়লেট, টাওয়ারের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। পরে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে বলেন, '২৬ ডিসেম্বরের

মধ্যে আমরা মাঠ পেয়ে যাব। মেলার প্রস্তুতি সেদিন থেকেই শুরু করে দেওয়া হবে।' বৈঠকে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও পরিবহণ, বিধাননগর পুরসভা, কেএমডিএ, সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

শারীরিক অবস্থা নিয়ে আদালতে উদ্বেগ প্রকাশ পার্থর আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা হলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার আদালতে এমনটাই জানালেন প্রাক্তন মন্ত্রীর আইনজীবী। এদিকে সিবিআইয়ের কাছে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের অগ্রগতি জানতে চাইল আদালত।

প্রায় দু'বছর ধরে এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত এগোতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে শিক্ষামহলের আরও বেশ কয়েকজন হেভিওয়েটকে। বর্তমানে জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয় মন্ত্রীকে। সেখানেই উচ্চ আদালত নিয়োগ দুর্নীতি মামলা শেষ করার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে বলে আদালতের নজর কাড়েন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীরা। এর পর সিবিআইয়ের কাছে তদন্তের অগ্রগতি জানতে চায় আদালত। বলা হয়, মামলা দ্রুত শেষ করতে হলে তো এখন তদন্ত গোটানোর পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে

সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, কিনা তা তদন্তকারী বলতে তদন্ত গোটানোর পর্যায়ে রয়েছে পারবেন। এরপর বিচারক তদন্তকারী আফিসার কোথায় জানতে চান। সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, আইও আদালতে নেই, কিন্তু কেস ডায়েরিতে তারিখ অনুযায়ী তদন্তের অগ্রগতি নথিভুক্ত রয়েছে। এরপর পার্থর আইনজীবীকে তাঁর অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। বলেন, ওঁর চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু উন্নতি হচ্ছে না। তাই বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়ার আবেদন করেন। সওয়াল জবাব শেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মুক্তি পেয়েছে রাজকুমার হিরানী পরিচালিত শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমা 'ডাঙ্কি'। কলকাতায় কিং খানকে নিয়ে উন্মাদনা ভক্তদের। ছবি: অদিতি সাহা

'ভাষা শিখব, বই লিখবো'-র আঙ্গিকে জমজমাট কলকাতা জেলা বইমেলা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মান্য করা হয় কলকাতাকে। এদিকে প্রকৃতিতেও লেগেছে শীতের পরশ। আর মেলা ছাড়া এই শীত বড়ই বেমানান বঙ্গবাসীর চোখে। সেই কারণে শীতে কলকাতার বুকে দেখা যায় নানা ধরনের মেলা হতেও। যার মধ্যে অবশ্য সবথেকে বেশি নজর কাড়ে বইমেলা। কারণ বই পড়তে ভালোবাসে বাঙালি।নতুন নতুন প্রযুক্তি এসেছে বটে তবে বইপড়ার অভ্যেসটা কিন্তু থেকেই গেছে বাঙালির মধ্যে। এদিকে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হবে সেই জানুয়ারিতে। তবে তার আগেই বিধান শিশু উদ্যানে আয়োজিত হল ৪র্থ কলকাতা জেলা বইমেলা-২০২৩। ১৭ ডিসেম্বর থেকে এই বইমেলা ঘিরে আলোয় সেজে আপাত শান্ত বিধান শিশু উদ্যান মেলা প্রাঙ্গন বেশ জমজমাট। সব মিলিয়ে সন্ধে নামতেই একেবারে এক অন্য চেহারায় হাজির সে। শিক্ষাবর্ষের শেষে পড়াশুনার চাপ না থাকায় বইমেলায় ভিড় জমাতে দেখা যাচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদেরও। প্রশস্ত জায়গা থাকায় এই বইমেলায় স্টলে স্টলে ঘুরে দেখতেও অসুবিধা হচ্ছে না আট থেকে আশির কারও। ফলে

এই বইমেলায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন প্রতিদিনই। কিনছেন বই। বেলা ১২টা থেকে মেলা শুরু হলেও তবে দিনের বেলায় খুব একটা ভিড় নজরে আসছে না। বেলা যত পড়ে আসে ততই যেন ভিড় বাড়ে মেলা চত্বরে। আর এই বইমেলা ঘিরে মেলা চত্বরের বাইরে মিলছে নানা ধরনের মুখরোচক খাবারও। এখানে বলে রাখা ভাল, 'ভাষা শিখব, বই লিখবো' এই আঙ্গিকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার গ্রন্থাগার পরিষেবার উদ্যোগে প্রতিবছরই এই বইমেলার আয়োজন করা হয়।এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে প্রথম কলকাতা জেলা বইমেলার আয়োজন করা হয়েছিল ২০১৯ সালে। আর এই মেলা হয়েছিল মধ্য কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। এরপর ২০২০ সালে এই বইমেলা হয় পার্ক সার্কাস ময়দানে। মাঝে ২০২১-এ কোভিড মহামারির কারণে বইমেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ফের এই মেলা ২০২২-এ হয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। এবার চতুর্থ কলকাতা জেলা বইমেলার জন্য বেছে নেওয়া হয় বিধান শিশু উদ্যানকেই।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা অনেক বৃহৎ পরিসরে হলেও বিধাননগর স্টেশনের অদূরে আয়োজিত এই বইমেলার পরিসরও কম নয়। এবারের কলকাতা জেলা বইমেলায় স্টলের সংখ্যা কমবেশি ১০০। আর এই সব স্টল করছেন কলকাতা তথা দেশের বিভিন্ন নামিদামি প্রকাশন। এখানে শুধু যে বাংলা বই পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। বই মিলছে নানা ভাষার। যার মধ্যে রয়েছে হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি আর ইংরেজি বইয়ের বিপুল সম্ভার। শুধুমাত্র যে বই প্রকাশনী সংস্থা এই মেলায় স্টল দিয়েছেন তাও নয়। এখানে নজরে এসেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টলও। আর যার ,সঙ্গে না থাকলে বইমেলার পূর্ণতা পায় না, সেই লিটল ম্যাগাজিনের স্টল তো রয়েছেই।লিটল ম্যাগাজিনের চত্বরে ঘুরে বেড়াতে নজরে এল ১৯টি টেবিল রয়েছে এই লিটল ম্যাগাজিনের জন্য। আর বইমেলা মানেই সেখানে যে শুধু বই বিক্রি হবে তা তো নয়। বই বিকিকিনির পাশাপাশি চলে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি রয়েছে কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য আলোচনা সহ নানা ধরনের সেমিনারও। এখানেই শেষ নয়। সন্ধে থেকে মেলা প্রাঙ্গন জমিয়ে রেখেছে নাচ, গান, কবিতা, শ্রুতি নাটক সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও রয়েছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা সভাও।

এদিকে এই মেলা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, খ ুব বেশিদিনের জন্য হচ্ছে না এই মেলা। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। তবে এই ক'দিনে মেলা উদ্যোক্তারা চান, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। কারণ, বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে মানুষের পাঠস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বাড়ছেই। আর সেই কারণেই তথ্য যোগান দেওয়াও এক অবশ্যম্ভাবী কাজ বলেই মনে করেন তাঁরা। আর সেই কারণেই নানা প্রকাশনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরকার সাধারণ মানুষের। আর এই বিভিন্ন প্রকাশনাকে আমজনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার বড় মাধ্যম এই বইমেলাই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন তিলোত্তমাবাসী।

দুর্গাপুজো ও বড়দিন এক নয়: বিচারপতি কেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মিলল না সম্মতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোধপুর পার্ক এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের উদ্যোগে বড়দিনের কেক বিতরণ কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল। রাস্তায় সেই অনুষ্ঠানে অনুমতি ছিল না কলকাতা পুলিশের। এবার রাস্তা আটকে বড়দিনের কেক বিতরণের অনুষ্ঠানের আর্জি খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টও।

রাস্তা আটকে কেক বিতরণের কথা শুনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের পর্যবেক্ষণ, 'বড়দিন এই রাজ্যের অনুষ্ঠান নয়। করতে হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে করুন।'

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে মালা রায় ও অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের। সেই অনুষ্ঠানে আপত্তি জানিয়েছিল পুলিশ। যেখানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের থাকার কথা, সেখানে পুলিশের এমন আপত্তি জানানো, বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল।

প্রসঙ্গত, বড়দিনের কেক বিতরণের জন্য ওই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা কলকাতা পুরনিগমের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমী দাস। তাঁরই উদ্যোগে ক্লাব উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এদিকে যোধপুর

যোধপুর পার্ক এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের উদ্যোগে বড়দিনের কেক বিতরণ কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল। রাস্তায় সেই অনুষ্ঠানে অনুমতি ছিল না কলকাতা পুলিশের। এবার রাস্তা আটকে বড়দিনের কেক বিতরণের অনুষ্ঠানের আর্জি খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টও।

পার্কের যে এলাকায় ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, তার কাছেই রয়েছে বিশেষভাবে সক্ষমদের একটি স্কুল। একটি হাসপাতালও রয়েছে সেখানে। এমন জায়গায় বড়দিনের অনুষ্ঠানে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন প্রজ্ঞা সেন নামে এক মহিলা। এরপর এই মামলা ওঠে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে নিজের বক্তব্য জানান মামলাকারী। যেখানে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, সেখানে বিশেষভাবে সক্ষমদের স্কুল ও হাসপাতাল থাকার কথা জানান তিনি।

এদিকে দুর্গাপুজোর সময় অনুমতি মিললেও, বড়দিনে কেন পুলিশের আপত্তি তা নিয়েই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যুক্তি সাজাচ্ছিলেন আইনজীবী। তাতেই বিরক্ত হয়ে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, দুর্গাপুজো ও বড়দিনের কেক বিতরণ এক জিনিস নয়। দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। আইনজীবীকে তিরস্কার করে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনি যদি অনুষ্ঠান করতে চান, রাজ্যের বাইরে গিয়ে করুন।'

সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পুলিশকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেয়। এরপর বৃহস্পতিবার রাজ্যের তরফে আদালতে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই এলাকায় অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে রাস্তা যথেষ্ট চওড়া নয়। এমন অবস্থায় রাজ্যের বক্তব্য, রাস্তা আটকে এই অনুষ্ঠান করা যাবে না এবং পুলিশ অনুমতি দেয়নি। রাজ্যের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চও ওই এলাকায় বড়দিনের কেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বিরত থাকতে বলে ক্লাব উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদকে।

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত

আলোর উৎসব দীপাবলির দিনে যাঁদের আঙিনায় অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছিল, সেই ৪১টি পরিবারের বাড়িতে আসল দীপাবলি উদ্‌যাপনের সুযোগ এল ২৮ নভেম্বর রাতে। সিল্কিয়ারা টানেলের ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্য পুরো দেশ যে ভাবে প্রার্থনা করছিল, তার ফল মিলেছে। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম বার সাধারণ শ্রমিকদের বাঁচাতে এত বড় ত্রাণ অভিযান চালানো হয়। যার প্রতি পদে প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও উত্তরাখণ্ড সরকারের সতর্কতা এবং তৎপরতা ফল দিয়েছে। দুর্ঘটনার ১৭তম দিনে, সমস্ত শ্রমিক নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ত্রাণ সংস্থা, সেনা, বিমান বাহিনী, বিআরও এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ঐক্যবদ্ধ অভিযানের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। ভারত সারা বিশ্বকে এই বার্তা দিতে সফল হয়েছে যে, তার কাছে প্রতিটি নাগরিকের জীবন মূল্যবান। নিঃসন্দেহে, এই প্রচারাভিযান কোটি কোটি শ্রমিকের মনোবল বাড়াবে। সেই সব কর্মীর মনোবলের প্রশংসা করতে হবে যাঁরা ১৭ দিন ভয়ানক পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারাননি। এত দীর্ঘ উদ্ধার অভিযানে অনেকেই গভীর হতাশায় পতিত হতে পারতেন। কিন্তু আটকে পড়া শ্রমিকদের জন্য সময়মতো বাতাস, জল, বিদ্যুৎ ও খাবারের ব্যবস্থা তাঁদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে এই দেশ। এই ঘটনাবলির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই পার্বত্য রাজ্যে ঘটে চলা পরিকাঠামো প্রকল্প। এই টানেলটি বহুল আলোচিত চারধাম হাইওয়ে প্রকল্পের অংশ। এই প্রকল্প নিয়ে আগেই প্রশ্ন ওঠে এবং বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেই সময় সরকার সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছিল যে, দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পটি প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট থেকেও প্রকল্পটি অনুমোদন পেয়েছে। এটাও সত্য যে, দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থের সঙ্গে আপস করা যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা হিমালয় অঞ্চলে নতুন নির্মাণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে আসছেন। জোশীমঠে জমি তলিয়ে যাওয়ার সময়ও বলা হয়েছিল, কিছু প্রকল্পের কারণে জমি তলিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ নিয়েও একই প্রশ্ন উঠেছে। উদ্বেগের বিষয় হল, বিশেষজ্ঞদের এই ধরনের সমস্ত সুপারিশ কিছু সময় পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আজও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল পাহাড়ের বিশেষ চাহিদা বোঝা এবং সেখানে উন্নয়নের জন্য একটি নতুন কাঠামো নির্ধারণ করা। তবে সিল্কিয়ারা টানেলে ধস এবং পরবর্তী কালে উদ্ধার অভিযানে বাধা আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। এ ধরনের টানেল নির্মাণের আগে ভূমিধসের সম্ভাবনা এবং পাহাড়ের ধারণক্ষমতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। টানেলের ভিতরে ধস নামলে ত্রাণ কাজের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে। উপর থেকে পড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে যে মোটা পাইপের মাধ্যমে শ্রমিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়, সেগুলি বাধ্যতামূলক ভাবে নির্মাণাধীন টানেলের পাশে স্থাপন করা উচিত। কেদারনাথ ট্র্যাজেডি, হিমাচলের বর্ষার বিপর্যয়, সিকিমে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

শাশ্বত কথা

মন্দির

মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান- এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক--প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়,তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রীনিবাস রামানুজন

১৮৮৭ *বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রর জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ দোশীর জন্মদিন।*

ধূমপান- প্রসঙ্গ যখন নারী বনাম পুরুষ

ড. গৌতম সরকার

মফঃস্বল থেকে কলকাতায় পড়তে এসে আমার প্রথম মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখা। ছোটবেলার গ্রামে তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের মধ্যেও ধূমপানের চল ছিল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির লবি ছিল মেয়েদের সিগারেট শিক্ষার পীঠস্থান। তবে বেঙ্গল ল্যাম্পের পাঁচ নম্বর গেট থেকে অরবিন্দ ভবনের একনম্বর গেট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কোনও মেয়েকে সিগারেট হাতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। সময়টা ছিল আশির দশকের শেষ এবং নব্বইয়ের দশকের শুরু। আজ দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে কলেজের চারপাশে, মেইন গেটে, রাস্তায়, চায়ের দোকানে ছেলেদের তুলনায় মেয়ে ধূমপায়ীর সংখ্যা অনেক বেশি চোখে পড়ে। এখন এই চিত্রটি কলকাতার সর্বত্র এখানে বিতর্কটা মোটেও 'পুরুষ ভার্সেস নারী'-র দিকে ঘোরানোর সুযোগ নেই কারণ তামাক সেবন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষতিকর। এই প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে মহিলাদের তামাক সেবনের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনার একটি দূর্বল প্রয়াস মাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের, বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের স্পৃহাটি তৈরি হয় অনেকটা শিকল ছেঁড়ার নেশায়, আর বেশিরভাগটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করার অপচেষ্টায়। তবে মনন বলে, খারাপ অভ্যাস জারির মধ্যে দিয়ে নয়, মেধা, শৈলী, মানবতার মানদণ্ডে পুরুষকে পেরিয়ে যাওয়ার শুভ চিন্তা ও সঠিক পদক্ষেপ নারীর হাত ধরে সমগ্র দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে দেবে।

ইদানীং ধূমপানে পুরুষদের একচেটিয়া দখলদারিতে ভাগ বসিয়েছে মহিলারা। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবী জুড়ে যখন ধূমপানের প্রবণতা কমছে, তখন মহিলা ধূমপায়ীদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ধূমপানের নিরিখে মহিলাদের মধ্যে ভারতীয় মহিলাদের স্থান আমেরিকার ঠিক পরে। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা ছিল না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ ছিল, সেই সময়ে মহিলাদের ধূমপানের বিষয়টি সমাজ ভালো চোখে দেখত না। তবে ওই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক এবং অনায়াস যোগদানের সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য কমার সাথে সাথে মহিলাদের ধূমপানের প্রতি সামাজিক বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহিলা ধূমপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যারপরনাই চিন্তিত। আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পরিচালক মেরি আসুন্টার মতে, 'সিগারেট হাতে থাকলে মেয়েরা নিজেদের অনেক বেশি আধুনিকা মনে করে। তাদের মনে হয় ইচ্ছেমত ধূমপান মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকাশের সূচক।' এদিকে সিগারেট কোম্পানিগুলো মহিলাদের আরও বেশি করে ধূমপানে আকৃষ্ট করার জন্য কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, লাওসের ইত্যাদি দেশে লিপস্টিকের মত ছোট এবং সরু সিগারেট বাজারে ছেড়েছে, এবং সেগুলোর রঙ রেখেছে গোলাপি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, বাংলাদেশের মত ইসলামিক দেশেও মহিলা ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে, বর্তমানে এই হার হল ২৮ শতাংশ। আরেকটি গবেষণা বলছে, ইরানের বয়ঃসন্ধির মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গেছে। ইদানীং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেড়ে চলেছে। ২০০৫-১০ সালের মধ্যে এই দেশগুলিতে মহিলা ধূমপায়ীদের শতকরা হার ১.৪ থেকে বেড়ে ২.৯ হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিবেদন জানাচ্ছে, কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত মানসিক চাপ ও উদ্বেগ মহিলাদের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি। মহিলাদের শারীরিক গঠন এবং শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম পুরুষদের থেকে আলাদা। ফলত ধূমপানজনিত সমস্যাও অনেকটাই আলাদা।

ধূমপানে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সংক্ষেপে এইরকম —

ক) ভ্রূণ ও শিশুর উপর প্রভাব

মায়ের ধূমপানের কারণে ভ্রূণের ফুসফুস সঠিকভাবে বিকশিত হয় না, এবং মৃত সন্তান জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

খ) প্রি-মেন্সট্রুয়াল সিনড্রোম

গবেষণালব্ধ ফল জানাচ্ছে, ধূমপান পিরিয়ডের সময় ক্র্যাম্প ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। ধূমপান না করা মহিলাদের তুলনায় ধূমপান করা মহিলাদের এই সমস্যা দুই-তিনদিন বেশি স্থায়ী হয়

গ) প্রজননের উপর প্রভাব

ধূমপানের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যে ধোঁয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করে তার মধ্যে কিছু রাসায়নিক মহিলাদের জন্য খুব বিপজ্জনক। বিজ্ঞানীদের বলছেন, ধূমপানের ধোঁয়ায় জাত ৪০০টি রাসায়নিকের মধ্যে ২৫০ টি ক্ষতিকর, আবার তার মধ্যে ৫০টি রাসায়নিক শুধু ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর রাসায়নিকগুলি শুধু ডিম্বস্ফুটনের মাত্রা কমায় না তার সাথে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে দিয়ে জরায়ুতে ডিম্বাণুর চলাচলের মাত্রারও হ্রাস ঘটায়। ফলস্বরূপ, জরায়ুর বাইরে ভ্রূণের বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। একে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় 'একটোপিক প্রেগন্যান্সি'। এর ফলে ভ্রূণের বিপদ ঘটার অর্থাৎ মিসক্যারেজের সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

ঘ) ফুসফুসের রোগ

ক্ষতিকর নিকোটিন ছাড়াও সিগারেটে অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, সায়ানাইড অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে তামাক সেবনের ফলে এই বিষাক্ত রাসায়নিক গুলো ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন করে। এর ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে। এই সমস্ত বিষাক্ত উপাদান ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ের সঙ্কোচন-প্রসারণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং 'এমফাইসেমা' নামক জটিল রোগ সৃষ্টি করে। তামাকের মধ্যে যে অ্যাক্রোলিন নামক ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ক্ষতিকারক রাসায়নিক থাকে সেটি ফুসফুসে 'ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)' সৃষ্টি করে ফুসফুসকে অকেজো করে তোলে। 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন'-এ ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছে, কোভিডের সময় ধূমপায়ী রোগীদের আইসিইউ-তে ভর্তির সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ ছিল।

ঙ) কার্ডিওভাসকুলার রোগ

এটি হল হৃদপিন্ড এবং সংলগ্ন শিরা ও ধমনীর রোগ। তামাকের মধ্যে থাকা কিছু উপাদান শরীরের রক্তনালীগুলিকে সংকীর্ণ করে দেয়, ফলে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্লকেজের মাত্রা বাড়তে থাকে। একদল মার্কিন গবেষক জানাচ্ছেন, ধূমপানের ফলে হার্ট ও পেশীর কোষ বিভাজন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে হৃদপিণ্ডের আকারের বিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

চ) কিডনির রোগ

ধূমপানের ফলে কিডনির ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কিডনির ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশ কয়েকগুণ বেশি।

ছ) মুখগহ্বরের রোগ

চিকিৎসকদের মতে মুখের ভিতরে ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, রং বদলে যাওয়া ছাড়াও ধূমপানের কারণে মুখের মধ্যে 'লিউকোপ্লাকিয়া' নামক জটিল রোগ দেখা যায়। এছাড়া আরও অনেক শারীরবৃত্তীয় সমস্যার জন্য ধূমপান অনেকাংশে দায়ী। তার মধ্যে অন্যতম হল, যৌন দুর্বলতা, অত্যধিক মানসিক চাপ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, ব্রেনের ক্ষতি ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ তামাকের নেশায় আসক্ত। মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা ১৮ কোটি ছুঁই ছুঁই। পরিসংখ্যান বলছে, বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র ধূমপানের কারণে ১০০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। প্রতিবছর এই সংখ্যাটির পরিমাণ প্রায় ৬৪ লক্ষ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধূমপায়ীদের মধ্যে ষাট-সত্তর বছর বয়সের আগে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের তুলনায় তিনগুণ বেশি। একটি সিগারেট মানুষের আয়ু ১১ মিনিট কমিয়ে দেয়। শুধু ধূমপায়ীরা নন, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বছরে ৬ লক্ষ অধূমপায়ীর মৃত্যু ঘটে। হিসেব বলেছে, এই বিশ্বে প্রতি ছয় সেকেন্ডে ধূমপানের কারণে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। অন্য এক গবেষণার ফল জানাচ্ছে, ধূমপানের কারণে পুরুষেরা তের বছর এবং মহিলারা পনের বছরের আয়ু হারিয়ে ফেলে।

মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের আসক্তি বৃদ্ধি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একটা সময় পর্যন্ত মহিলাদের হাতে গোনা সংখ্যা ধূমপানে আসক্ত ছিল, বর্তমান সময়ে সেই সংখ্যারই ব্যাপক হারে বৃদ্ধি ঘটছে। ১৯২৪ সালে গোটা আমেরিকার ৬ শতাংশ মহিলা ধূমপান করতেন, ১৯৬৫ সালে সেই হার বেড়ে হয় ৩৩ শতাংশ, যদিও পরবর্তীতে সেটি কমে হয় ১৮ শতাংশ। গোটা বিশ্বে প্রায় কুড়ি কোটি মহিলা ধূমপানে অভ্যস্ত, এর মধ্যে সিংহভাগই উন্নত দেশের বাসিন্দা। শুধুমাত্র ইউরোপের দেশগুলিতে ধূমপায়ীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানটি হল ১৯ শতাংশ। স্বভাবতই ধূমপানের কারণে ইউরোপে মৃত্যুর হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ইউরোপীয় দেশগুলোতে ৩০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের মৃত্যুর ১৬ শতাংশ তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে বক্ষ ক্যান্সারের তুলনায় অনেক বেশি মহিলা সিওপিডি সমস্যা এবং লাং ক্যান্সারে মারা যান। বর্তমান সময়ে সিওপিডি সমস্যায় ভোগা মহিলা রোগীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় তিনগুণ বেশি হারে বাড়ছে। আমেরিকার মত উন্নত দেশে ধূমপানের কারণে প্রতিবছর গড়ে ১,৭৮,৩১১ জন মহিলা মারা যাচ্ছেন, অন্যদিকে এই সংখ্যা পুরুষদের ক্ষেত্রে কমছে।

ধূমপায়ীরা বলেন, 'সিগারেটে সুখ টান ', ডাক্তাররা বলেন, 'সিগারেটে অসুখ টান '। যাই হোকনা কেন, আধুনিকতার সাথে হাত ধরাধরি করে মেয়েদের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধিতে চিকিৎসককুল উদ্বিগ্ন। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে জানাচ্ছে, মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যায় আমেরিকার পরেই রয়েছে ভারত। গবেষণায় দেখা গেছে বিশেষ করে কুড়ি বছরের কমবয়সী মেয়েদের মধ্যে তামাক সেবনের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ডাক্তারদের মতে মেয়েদের সিগারেট সেবন বন্ধ্যাত্ব, ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, জরায়ুর ক্যান্সার, হার্টের বিভিন্ন অসুখের জন্য দায়ী হতে পারে। এছাড়া ধূমপানের ফলে হাইপারটেনশন, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে।

অল্পবয়সে কলেজ বা বিশ্বিদ্যালয়ে, কিংবা সরস্বতী পূজোর রাতে বন্ধুদের সাথে মজা নেবার জন্য এবং কিছুটা সাবালকত্বের উদযাপনে জীবনে প্রথম সিগারেটে টান দেওয়ার রোমাঞ্চে ভাগীদার হতে গিয়ে অনেক মেয়েই খেলার ছলে ধূমপান করে থাকে। একটা দুটো করে বাড়াতে বাড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে শরীরে নিকোটিনের চাহিদা তৈরি হয় এবং সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং অবশেষে নেশায় পরিণত হয়। যখন নেশার ভালোমন্দ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়, বিশেষত বিবাহ পরবর্তী এবং সন্তানের জন্মদান পর্বে, তখন এই নেশার কুহকজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা শক্ত হয়ে পড়ে। খারাপ সবসময়ই খারাপ, সেটি পুরুষের ক্ষেত্রে হোক বা নারীর। তাই 'পুরুষরা সিগারেট খেতে পারে তাহলে মেয়েরা খেলে অসুবিধা কী' জাতীয় বিতর্কে না গিয়ে বুঝতে হবে প্রকৃতির নিয়মে নারীই সৃষ্টির ধারক, তাই একজন শিশুকে সুস্থ শরীর ও মননে জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার নারীদেরকেই নিতে হবে।

গীতা পাঠ ভার্সেস চণ্ডী পাঠ

সুবল সরদার

হচ্ছেটা কি? এখন গীতা পাঠ ভার্সেস চণ্ডী পাঠের প্রস্তুতি পর্বের লড়াই চলছে। ২৪ শে ডিসেম্বরে দেখতে পাবো। যুদ্ধ ক্ষেত্র গড়ের মাঠ থেকে বাবু ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। বিরাট ব্যাপার! দু'পক্ষ সম্মুখ সমরে, ঠিক যেন ভাগীরতী র তীরে পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী বিরুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের বাহিনী। একটু তফাৎ আছে। তখন লাইভ ছিল না এখন লাইভে হবে। ঘরে বসে দেখা যাবে।

আগে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের লড়াই চলছিল। এবার ধর্ম যুদ্ধ চলবে, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের যুদ্ধ। এই ধর্ম যুদ্ধ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের অহিংস নীতি নয়। এই ধর্ম যুদ্ধ বিলম্বিত বোধদয়ও নয়। আসলে এই ধর্ম যুদ্ধের আড়ালে ২৪ শের নির্বাচনী যুদ্ধ লুকিয়ে আছে। ছল ছাড়া আর কিছু নয়। সবই বিষের ছুরি বলা যায়। গণতন্ত্রের নাম করে রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর, অত্যাচারি শাসন বিরাজ করছে। এই আধুনিক গণতন্ত্রে মধ্যযুগীয় ঘৃণ্য বর্বরতা হার মানে নিষ্ঠুর, অত্যাচারে।

সাম্যবাদ, মার্ক্সবাদ জনদরদী সরকার জনগণকে ভিখারী করে দিয়ে সর্বহারা মহান নেতারা আজ মজুতদার হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ তাঁরাই পুঁজিবাদি। তাঁদের জীবন যাত্রা, ভোগবিলাসের ধরন দেখলেই বোঝা যায়। কেউ কেউ আবার ডাই ইন হারনেস কেসে নেতা হন। বক্তৃতা মঞ্চে তাঁদের মুখ থেকে ফুলঝুরির মতো অনর্গল উপদেশ, নীতি কথা বের হয়। দেখে মনে হয় তাঁদের থেকে জ্ঞানী ,নীতিবাদি আর কেউ হয় না।

দীর্ঘ লাল সন্ত্রাসের হাত থেকে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করার মতো আমরা একটা নীল -সাদা সরকার পাই। অচিরে মোহ ভঙ্গ হয়। রাজা আসে রাজা যায়। লাল- সাদা জামা গায়। রঙ বদলায় কিন্তু দিন বদলায় না। জনগণ যেমন ছিল তেমনি আছে। 'তারা ছেঁড়া জুতো পায়ে -পচা আলু কেনা কাটা করে'। তারা কবি জয় গোস্বামীর ভাষা 'চাল তোলো গো মাসি পিসি /লাল গোলা বনগাঁয়'। চিত্র একই। কষ্ট -যন্ত্রণার বিনিময়ে কষ্ট -যন্ত্রণা ছাড়া কিছু মেলে না । দিশাহীন জীবন অন্ধকারে দিশাহারা হয়।

নির্বাচন হয়। কত পুলিশ, সাঁজোয়া বাহিনী! নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজসূয়ো যজ্ঞ। নেতাদের কত হম্বিতম্বি! তাঁদের চোখে কতো জল। তাঁদের মায়া কান্না দেখে আমাদের চোখে জল আসে। মনে হয় এখনি তাঁরা ক্ষমতায় এলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হবে।

তারপর শুধু খেলা হয়। মৃত্যু মৃত্যু খেলা।

ভোট লুঠ, মানুষ খুন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বৃহত্তম ট্রাজেডি বলা যায়। গণতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে নেতাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই। এমন ঘৃণ্য গণতন্ত্র আমাদের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।

বিচার ব্যবস্থার সম্বন্ধে যতো কম বলা যায় ততো ভালো। Justice for equality means to be considered equally in equality but not for all. আরো সহজ করে বললে আইন বড়লোকদের ভোগবিলাসের কৌশল আর গরীবদের ভোগান্তি আর শোষনের যন্ত্র বলা যায়।

সেই জন্যে বিচারের দেবীর চোখে সাদা কাপড়ে সদা বাঁধা থাকে যাতে তিনি চোখে দেখতে না পান। তিনি দেখতে পান না বলে নিরপেক্ষ নয়, সদা ক্ষমতাশালীদের পক্ষে।

নেতা দেখছি, গণতন্ত্র দেখছি, নির্বাচন দেখছি, বিচার ব্যবস্থা দেখছি, দেখতে দেখতে আমাদের ষোল কলা পূর্ণ হয়। এই অন্যায়- অবিচার,ম্যাৎস্যের ন্যায় অবস্থা এই বঙ্গে। নীরবে সহ্য করা যায় না। কলম বিদ্রোহ করে। প্রতিবাদের পথ খুঁজতে কাগজে আঁচড় কাটতেই হয়। বেকার চাকরি প্রার্থীরা শীতের রাতে 'আরব্য রজনী'র মতো হাজার রজনী ধরে তাঁরা রাস্তায় বসে ধর্ণা দিচ্ছেন। চোখের জলে রাজপথ ভিজে যাচ্ছে। হীরক রাণীর টনক নড়ে কই? দুর্নীতির পাহাড় দেখছি, টাকার পাহাড় দেখছি, গণতন্ত্রের হাত ধরে দিনকে রাত দেখছি । অন্ধ গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্ধ বিচার ব্যবস্থা আজ আমাদের দু'চোখে অন্ধ করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের কী মহিমা!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ অন্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের জিআরপি থানা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনায় অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের।

নির্যাতিতার বাবা জানান, ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার বছর ১৬'র মেয়ে এলাকার একটি পার্কে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যায়। ফিরোজ ও আরমান নামে দুই যুবক বাইক নিয়ে এসে তাকে ফুঁসলিয়ে অন্ডালের ব্রিজের কাছে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে জোর জবরদস্তি করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী জানান, তার মেয়ের ইতিমধ্যেই ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই দুই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। তবে অভিযুক্তরা ঠিক কোথাকার বাসিন্দা এটা এখনো জানা যায়নি। তিনি বলেন, তার মেয়ের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ২১ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তই ধরা পড়েনি বলে খবর।

স্থানীয়দের অভিযোগ অন্ডালের জিআরপি থানা এলাকার সামনেই যে পার্কটি রয়েছে এখানে সন্ধ্যা হলে অসামাজিক কার্যকলাপের জড়িত ব্যক্তিদের আনাগোনা বাড়ে। নানান ধরনের নেশায় আসক্ত কিছু যুবকের বিচরণ ভূমি হয়ে ওঠে এই পার্কটি। এই ঘটনায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলের সদস্য দেবমিতা সরকার এলাকায় মহিলারা নিরাপদ নন বলে অভিযোগ করেন। মহিলা, শিশু ও অসাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দাবি করেন তিনি। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আস্থা রেখে তিনি বলেন, পুলিশের উপর ভরসা আছে, নিশ্চয়ই পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের নামবেন তারা।

অন্ডালে নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ড: বিজেপির জাতীয় সড়ক অবরোধ

অন্ডাল: অন্ডালের জিআরপি থানা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করল বিজেপি। নিজের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিনি অন্ডাল থানায় পৌঁছন। সেখানে গিয়ে তিনি এই কেসের তদন্তকারী অফিসারের কাছে খবর নেন। তিনি অভিযোগ করেন নাবালিকা ধর্ষণ হওয়ার পরও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে পুলিশ কিভাবে দুই তৃণমূল নেতা-নেত্রীকে নিয়ে ধর্ষিতা নাবালিকাকে রেস্টুরেন্টে বসিয়ে খাবার খাওয়ায়? অগ্নিমিত্রা পল বলেন, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। আর সেটা করছে এক শ্রেণির পুলিশ ও শাসকদলের লোকেরা। তিনি শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের সদস্য সঞ্জয় সিনহা ওরফে চাপাল ও প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের নামে অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সদস্য তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বুধবার রাত ন'টা নাগাদ একটি মেয়েকে তার দলের একা সন্দেহজনকভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে জানায় সে বাড়ি ফিরতে চায় কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। সঞ্জয় বাবু বলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় খাবার খেয়েছে কিনা? মেয়েটি জানায় সে সকাল থেকে খায়নি, তাই তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অন্ডাল থানার পুলিশকে খবরও দেওয়া হয়। এছাড়াও সঞ্জয় সিনহা এও বলেন তখনো তারা জানতেন না মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছে। ঘটনায় লোকজন জড়ো হতেই মেয়েটির বাবা ঘটনাস্থলে আসে এবং সেই সময় বলে তার মেয়ের ধর্ষণ হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ধর্ষণের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক রং লাগায় পাশাপাশি রহস্য ও ঘনীভূত হচ্ছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ রয়েছে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজটের।

চাঁচল থেকে গ্রেপ্তার চিলি গ্যাংয়ের ৯ সদস্য, ছিল বড় ডাকাতিক ছক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফের মালদার চাঁচলে চিলি গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত নয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই কিলো শুকনো লঙ্কার গুড়োর প্যাকেট, হাঁসুয়া, রড, দড়ি এবং ধারালো চাকু। বুধবার মধ্যরাতে চাঁচল থানার মায়াপুর বিহার সীমান্ত এলাকায় ওই নয়জনের দুষ্কৃতীর দল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিল। ওই দলটির বড় ধরনের কোনো ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ গভীর রাতেই মায়াপুর এলাকার একটি আমবাগানে অভিযান চালিয়ে চিলি গ্যাংয়ের ওই নয় দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার এবং কালিয়াচক থানা এলাকায় চিলি গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। প্রতিটি ঘটনায় ধৃতদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয়েছে শুকনো লঙ্কার গুড়োর প্যাকেট। তার থেকেই পুলিশের অনুমান, লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়েই যেকোনো ধরনের ডাকাতিতেই রীতিমতো হাত পাকিয়েছে এই দুষ্কৃতীর দলটি। অপরাধ জগতের একটা শ্রেণির কাছে এরা চিলি গ্যাং হিসেবেই পরিচিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রাহানুর আলি, মহম্মদ তৈয়ব, ফিরোজ আলম ও আলতাব হোসেন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। চাঁচল সহ বিভিন্ন থানায় এদের বিরুদ্ধে নানান অপরাধের অভিযোগ দায়ের রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকলকেই চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এই চারজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে সাতদিনের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।

এদিকে এই ঘটনায় মহাকুমা পুলিশের বড়সড় সাফল্য মিললেও, আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বাংলা - বিহার সীমান্ত এলাকায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে আটজন বিহার এলাকার বাসিন্দা ও একজন হাসিরুল হক উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। উত্তর দিনাজপুর এলাকায় ডাকাতি করার ছক কষেছিল বলে পুলিশের অনুমান।

তৃণমূলের দুই শ্রমিক সংগঠনের গোষ্ঠী কোন্দল, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: স্বরূপগঞ্জ নবদ্বীপ ঘাট অটো স্ট্যান্ডে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে স্বরূপগঞ্জ পুরনো বাস স্ট্যান্ড মোড়ে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা পথ অবরোধ কর্মসূচি অটো চালকদের। বেলা দেড়টা নাগাদ প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারী অটো চালকরা। নবদ্বীপ ঘাট বাস স্ট্যান্ডে দুটি আইএনটিটিইউসি পরিচালিত অটো ইউনিয়ন রয়েছে একটি কৃষ্ণনগর জেলা উত্তর সংগঠনিক অপরটি রানাঘাট জেলা দক্ষিণ সাংগঠনিক। আইএনটিইউসি পরিচালিত অটোচালক ইউনিয়ন রানাঘাট সংগঠনিক জেলা দক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত অটোচালক ইউনিয়নের দাবি তাদের নবদ্বীপ ঘাট থেকে কৃষ্ণনগর স্টেশন পারমিট থাকা সত্ত্বেও স্বরূপগঞ্জ ঘাট অটো স্ট্যান্ডে ঢুকতে দেওয়া হয় না অবিলম্ব তাদের ৬৭টি অনুমোদন প্রাপ্ত অটোচালকদের অন্তর্ভুক্তি করার দাবিতেই সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি। পরে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলে পথ অবরোধ কর্মসূচি। যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। এর মধ্যে একাধিক পরীক্ষার্থী ও ছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা পর নবদ্বীপের চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা এবং ব্লক আধিকারিকের আশ্বাসের পর অবরোধ ওঠে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
শিবহরি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51100WB2011PTC166861) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস ডিডি-৯৬, নারায়ণ তলা ইস্ট, বাগুইআটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৯ সম্পর্কিত
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৯ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**'' থেকে ''**তামিলনাড়ু রাজ্যে**'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ঠিকানা :
শিবহরি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ডিডি-৯৬, নারায়ণ তলা ইস্ট, বাগুইআটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৯
আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
মণীশ কুমার বৈদ
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৭৭০২৬৮৬
তারিখ : ২২.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
চিরঞ্জীবি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৪০ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**'' থেকে ''**অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে**'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪০ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
আবেদনকারীর পক্ষে
চিরঞ্জীবি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.
স্বা/- উমেশ কুমার ছাউছারিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৫৭৮৩০২
ঠিকানা : রোশন টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং - ৪০৩, বালাজি নগর লেআউট, টাইকুন হোটেলের নিকট
তারিখ : ২২.১২.২০২৩ বিশাখাপত্তনম ৫৩০০০৩
স্থান : কলকাতা

আরামবাগ উৎসব কমিটিতে বিজেপি কাউন্সিলরের নাম না থাকায় অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার আরামবাগ উৎসব নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই সমালোচনার ঝড় আরামবাগ জুড়ে। আরামবাগ উৎসব কমিটি ও আরামবাগ উৎসবের কাউন্সিলর বৃন্দের তালিকায় বিজেপি কাউন্সিলরের নাম না থাকায় মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির। আরামবাগ পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলর হলেন বিশ্বজিৎ ঘোষ। তবে তিনি ১৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। আরামবাগ পুরসভা পরিচালিত আরামবাগ উৎসবে বিজেপির ওই কাউন্সিলরের নাম না থাকার প্রতিবাদে এই আন্দোলন করে বিজেপি। আরামবাগ উৎসব ২০২৩-২৪ হতে যাচ্ছে আরামবাগ হাইস্কুল মাঠে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল তরজা শুরু হয়। কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষের অভিযোগ তাকে উৎসব কমিটিতে রাখা হয়নি, এমনকি উৎসব কমিটির লিফলেটেও নাম নেই তার। কেন তার নাম বাদ দেওয়া হল সে নিয়ে মহকুমা শাসককের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, এসসি মোর্চার সভাপতি অনিমেষ কর্মকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপি কাউন্সিলর জানিয়েছেন যতক্ষণ না সে তার জবাব পাচ্ছেন, কেন তার নাম নেই মেলা কমিটির লিফলেটে, ততক্ষণ সে ধরনা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। আরামবাগ উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি বলেন, আমাদের যে পুর কমিটি রয়েছে এই সিদ্ধান্তটা তাদের নিয়েই নেওয়া হয়েছে। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, ওদের নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতা ব্যানার্জিকে অশ্লীল কথা বলেন তাহলে, তারা কি করে আশা করে যে তাদের প্রতিনিধিকে আমরা নিমন্ত্রণ করব?

২০২৫ সালের মধ্যে হুগলি জেলার গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছবে: পুলক রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। তার আগেই ঝটিকা সফরে হুগলির আরামবাগ এলেন পূর্ত ও জনস্বার্থে দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হবে বলে জানান রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, হুগলি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনিটরিং মিটিং করা হল আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার জলজীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কাজ শেষ হলে জেলা সহ মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। খানাকুলে বর্ষার সময় প্রায় প্রতিবছর পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। গোঘাট বিধানসভা এলাকার একাধিক জায়গায় গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে যায়। পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। আরামবাগ ব্লকে ভূগর্ভ জলস্তর ক্রমাগত নামছে। সামনের দিনে জলের যোগান বাড়াতে রূপনারায়ণ নদ থেকে জল আনার বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে জলজীবন মিশন প্রকল্প আশার সঞ্চার করেছে। হুগলি জেলার গ্রামীণ এলাকায় ইতিমধ্যেই সাড়ে চার লক্ষ বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে বৈঠক করেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুরেন্দর গুপ্তা সহ বাস্তকার, ইঞ্জিনিয়ার ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, হুগলি জেলায় ১০ লক্ষ পরিবারের কাছে বিনা পয়সায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি পরিবারের কাছে রাজ্য সরকার পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে। বাকিদের কাছেও দ্রুত পানির জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা কাজ করছেন। আরামবাগের বেশ কিছু এলাকায় পিএইচই প্রকল্পে জল না পাওয়ার বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, জল পৌঁছে দিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্যের বকেয়া ১০০ দিনের টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১০০ দিনের সাত হাজার কোটি টাকার অধিক টাকা এবং আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ১৫ কোটি বকেয়া রাজ্যে টাকা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন। আমরা অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকারকে মানবিক হয়ে কর্ম হারা ও কাজ করে যারা টাকা পাচ্ছেন না তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করতে। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, মহকুমায় এই প্রকল্পের কাজের গতি আশাব্যাঞ্জক নয়। ঢিমেতালে কাজ চলছে। বিভিন্ন ব্লকের কোথায় জল পৌঁছচ্ছে তো কোথায় পাইপ বসানোর কাজই শুরু হয়নি। মন্ত্রী ঝটিকা সফরে এখানে এসেছিলেন। আশা করি কাজের গতি আনতে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস থেকে সম্মানিত আড়াই বছরের আদিল রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিভিন্ন জীবজন্তুর নাম, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম, ইংরাজি মাসের নাম, জাতীয় প্রতীক ও বাংলায় বেশ কিছু কবিতার আবৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুম গ্রামের আড়াই বছরের শিশু আদিল রহমানকে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর পক্ষ থেকে তাকে মেডেল মানপত্র এবং একটি বই দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ওই শিশুর বাবা ও মা জানিয়েছেন, নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অনলাইনে ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের সন্তানকে। বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ উত্তর দেওয়ার পর তাকে সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হয় এবং তার মানপত্র মেডেল ও উপহার পাঠিয়ে দেওয়া হয় কুরিয়ারের মাধ্যমে। আড়াই বছরের এই সন্তানের সাফল্যের গর্বিত তার বাবা মা। আদিল রহমানের মা ও বাবা জানিয়েছেন, ছোট থেকেই তাদের ছেলেকে নানান বিষয়ের বই নিয়ে খেলার ছলে পড়ানো হত। তারা লক্ষ্য করেন আদিলকে পশু, পাখি, রং,প্রতীক চিহ্ন সবই বলে দিতে পারত।

এর পরেই তারা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে আবেদন জানানোর পরেই তারা জানতে পারেন আদিল ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নির্বাচিত হয়েছে। কিছুদিন আগেই তাদের বাড়িতে কুরিয়ারে মডেল ও সার্টিফিকেট আসে।

KABI KRITTIBAS B.ED COLLEGE
(B.ED & D. EL.ED COURSE)
Natapuli, Chakdaha, Nadia, W.B.
Application are invited for the post of
Foundation(one), social science(history), Fine arts, Physical education for D. El.ED Course.
Qualification: As per NCTE norms. Cadidates are requested to send their Application and C.V. With contact number and photo within 7 days to Email:
kabikrittibasbedcollege@gmail.com
Contact: 6294811400 / 6290262599

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
১১১বি, রাজা এস সি মল্লিক রোড
১ম তল, এস বি টাওয়ার, গরিয়া
কলকাতা, পব-৭০০০৪৭, ফোন - ০৩৩-২৪৩০০১১০

অলংকার নিলাম

ক্রম নং	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণের তারিখ	মোট ওজন (গ্রামে)
১	৩১০৪৯৫১০০০০০১৫৪৬	ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত হোনকো কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড মডিউল নং ৩৩৬, এসডিএফ বিল্ডিং, ৩য়তল, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, মো-৯১৮৩৩৬৯০০৮৫৭	১৪/০২/২০২৩	১৫.৪৬
২	৩১০৪৯৪৫০০০০০০৪৩৬	অর্পিতা বড়ুয়া ৩য় তল, মহামায়া এন্টারপ্রাইজ, ৫ কালী বাজার রেডা গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪, মো-৯১৯১৬৩০৪৮৩৮১	১৭/০৮/২০২২	৩৮.৫৩

নিলামের তারিখ : ০৫/০১/২০২৪ সময় : বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
নিলামের স্থান : কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক, গড়িয়া শাখা, ১১১বি, রাজা এস সি মল্লিক রোড, একতলা, এস বি টাওয়ার, গড়িয়া, কলকাতা, পব- ৭০০০৪৭, ফোন- ০৩৩ -২৪৩০০১১০/২৪৩০০১৩৬
দ্রষ্টব্য : নিলামের তারিখে কোনও ক্রেতা না থাকলে, পরবর্তী দিনে নিলাম পরিচালিত হবে।
স্থান : গড়িয়া **ম্যানেজার, কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক**
তারিখ : ২০.১২.২০২৩

SBI এসবিআই মেদিনীপুর টাউন ব্রাঞ্চ (১১৩৮৫)
রাজাবাজার পোস্ট - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭২১১০১ ফোন নং - (০৩২২২) ২৯৭৫৩৫/২৭৩৯৪৪ ইমেল - sbi.11385@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
A/c No- 38817105494
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯** সংস্থান অধীনে **০৬.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা** শ্রী বিলাশ মন্ডল, পিতা শ্রী অজয় কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি প্রিয়া রাউত মন্ডল, স্বামী শ্রী বিলাশ মন্ডল, সোহাগি লেন, বল্লভপুর (নিউ টাউন স্কুল মাঠের নিকট) পো-মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৭৪,৬৪৭.৮৪ টাকা (চোদ্দ লাখ চুয়াত্তর হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) টাকা ০৫.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১৪,৭৪,৬৪৭.৮৪ টাকা (চোদ্দ লাখ চুয়াত্তর হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (জমি এবং ভবন) : সম্পত্তির মালিক শ্রী বিলাশ মন্ডল, পিতা শ্রী অজয় কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি প্রিয়া রাউত মন্ডল।
সংশ্লিষ্ট জমি এবং বসবাসের একতলা ভবনের সকল অংশ অবস্থিত মৌজা - বল্লভপুর জমির পরিমাণ - ০.০৩৮০ একর (বাস্তু) জেএল নং ১৮৩, আরএস প্লট নং ১১৪১, এলআর প্লট নং ১৫১০, এলআর খতিয়ান নং ৫৮৩০, ৫৮৬৫ এবং ৫৬১৭, সোহাগি লেন, বল্লভপুর (মন্ডল মহল্লা) ওয়ার্ড নং ১৬, মেদিনীপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৭৭৫/১, পিন কোড - ৭২১১০১, দলিল নং ২৫৮২-২০১৯ সালের, বুক-১, ভল্যুম - ১০০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা - ৫৫৬২৩-৫৫৬৩৯ এডিএসআর মেদিনীপুর শ্রী বিলাশ মন্ডল, পিতা শ্রী অজয় কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি প্রিয়া রাউথ মন্ডল-নামে।
চৌহদ্দি - উত্তরে - শ্রী অতনু রাউতের খালি জমি, **দক্ষিণে** - ১০ ফুট কাঁচা সড়ক, **পূর্বে** - দেব প্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়ি, **পশ্চিমে** - শুভাশিস প্রহারাজের জমি সমন্বিত।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ১৯.১২.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পশ্চিম মেদিনীপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪
সাঝিরহাট শাখা, বিবেকানন্দনগর, সোদপুর রোড, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৩০, ইমেল : Sajirhat.Kolkata@bankofindia.co.in

রেফা নং - BOI/SJH/Notice/23/24/92 Date : 01.12.2023

প্রতি
শ্রী রবীন দাস
পিতা প্রয়াত সত্যচরণ দাস,
গ্রাম - বিধানপল্লী, কিরণপার্ক, পো. মধ্যমগ্রাম,
জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৯

প্রতি
শ্রীমতি শর্মি দে দাস
স্বামী রবীন দাস
গ্রাম - বিধানপল্লী, কিরণপার্ক, পো. মধ্যমগ্রাম,
জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **১৮,৪৯,৪০০.০০ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

	সুবিধার প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত সীমা	আরওআই (বার্ষিক)	বকেয়া পরিমাণ ০১.১২.২০২৩ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ
ক	স্টার হোম লোন ৪২৮৪৭৫১১০০০০০৮১	১৮,৪৯,৪০০.০০ টাকা	৯.৫৫ শতাংশ	১৮,৯২,৯৭১.২২ টাকা

২. উক্ত ঋণ সুবিধাদি ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ দাখিলকৃত) অধীনে প্রদত্ত :-
ক) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং ভবন শ্রী রবীন দাসের নামে, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৮৪/এ/১, ওয়ার্ড নং ২৪, বিধানপল্লি, থানা- মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০১২৯, মৌজা : দোহারিয়া, জেএল নং ৪৫, আরএস দাগ নং ৩৪১ এবং ৩৪১/৭৩৬ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ১৩৯ এবং ৪২২, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, এডিএসআর : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেক্য স্বত্ব দলিল নং ১-২৯২৯ তারিখ ২৯.০৪.২০০৫ (সম্পত্তি : ২ তলা বসবাসের ভবন প্লট এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি)। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** রথীন পালের ভবন, **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** রামচরণ দফাদারের ভবন সমন্বিত।
৩. উক্ত ঋণ সুবিধাদি **নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২৮.১১.২০২৩ থেকে** ঘোষিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলি এবং অধ্যাদেশ অনুযায়ী।
৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৮,৯২,৯৭১.২২ টাকা (চুক্তি মোতাবেক হারে ০১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া) এবং পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,** অন্যথায় ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, শুল্ক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে আদায়ে বাধ্য হব।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
স্থান : সাঝিরহাট **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ০১.১২.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

রেফা নং - BOI/SJH/Notice/23/24/93 Date : 01.12.2023

প্রতি
মেসার্স গৌর সুন্দর এন্টারপ্রাইজ
স্বত্বাধিকারী শ্রী রবীন দাস (পিতা প্রয়াত সত্যচরণ দাস)
গ্রাম - বিধানপল্লী, কিরণপার্ক, পো. মধ্যমগ্রাম,
জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৩০,০৫,০০০.০০ টাকা (ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট ২০,০০,০০০.০০ টাকা এফআইটিএল লিমিট ৪,২৫,০০০.০০ টাকা জিইসিএল লিমিট ৩,৮০,০০০.০০ টাকা এবং জিইসিএল লিমিট ২,০০,০০০.০০ টাকা)।**
আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশের তারিখ :-

	সুবিধার প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত সীমা	আরওআই (বার্ষিক)	বকেয়া পরিমাণ ০১.১২.২০২৩ পর্যন্ত অধার্য সুদ সহ
ক	নগদ ঋণ এ/সি নং ৪২৮৪৩০১১০০০০১৭৩	২০,০০,০০০.০০ টাকা	১১.৮৫ শতাংশ	২০,৯৬,০২৫.০০ টাকা
খ	এফআইটিএল এ/সি নং ৪২৮৪৬৫৯১০০০০০১৪	৪,২৫,০০০.০০ টাকা	৯.২৫ শতাংশ	৩,৪১,৬২৫.০০ টাকা
গ	জিইসিএল এ/সি নং ৪২৮৪৭০৪১০০০০০৬৭	৩,৮০,০০০.০০ টাকা	১০.৩৫ শতাংশ	১,৪৮,২০৬.৫২ টাকা
ঘ	জিইসিএল এ/সি নং ৪২৮৪৭৩৪১০০০০০১৪	২,০০,০০০.০০ টাকা	১০.০০ শতাংশ	২,০৬,৯৩৯.১৭ টাকা
	মোট	৩০,০৫,০০০.০০ টাকা		২৭,৯২,৭৯৫.৬৯ টাকা

২. উক্ত ঋণ সুবিধাদি ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ দাখিলকৃত) অধীনে প্রদত্ত :-
ক) মজুতের দায়বদ্ধতা : মেনস টি শার্ট ক্লথ, স্টিচিং মেশিন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম
৩. উক্ত ঋণ সুবিধাদি **নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২৮.১১.২০২৩ থেকে** ঘোষিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলি এবং অধ্যাদেশ অনুযায়ী।
৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৭,৯২,৭৯৫.৬৯ টাকা (চুক্তি মোতাবেক হারে ০১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া) এবং পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,** অন্যথায় ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, শুল্ক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে আদায়ে বাধ্য হব।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
স্থান : সাঝিরহাট **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ০১.১২.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

শিক্ষা উৎসবের মাঝেই পুরাতন মালদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা সার্কেলে পালিত হল শিক্ষা উৎসব। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ লঙ্ঘন করেই শিক্ষা উৎসবের মাঝেই পুরাতন মালদা সার্কেলের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের প্রাথমিক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল)-এর বিরুদ্ধে। বুধবার পুরাতন মালদার সার্কেলের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় মৌখিকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। যার ফলে মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত হতে হয় অসংখ্য কচিকাঁচা পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার পুরো বিষয়টি জানতে পেরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন। তিনি জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আমার নয়। এটি পুরোপুরি পুরাতন মালদা সার্কেলের প্রাথমিক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের। সুতরাং এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। গোটা ঘটনায় ওই অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদার বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। এদিককে যাকে ঘিরে এত সমালোচনা শুরু হয়েছে সেই প্রাথমিক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অবশ্য জানিয়েছেন, কিছু পেতে গেলে কিছু ত্যাগ করতেই হয়।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা সার্কেলে রয়েছে মোট ৫৯টি প্রাথমিক স্কুল। এই সার্কেলের বেশিরভাগ এলাকাই আদিবাসী কিংবা রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত। মূলত গরিব মানুষজনের বসবাস। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে সরকারি স্কুলের উপরেই তাঁরা ভরসা করেন। বুধবার ছিল ওই সার্কেলের টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রতিযোগিতা। এককথায় শিক্ষা উৎসব। সাহাপুর হাইস্কুল মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সার্কেলের ৫৯টি স্কুলই উৎসবে অংশ নেয়। এই উৎসবের জন্য সম্প্রতি প্রাথমিক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শ স্কুলগুলির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নির্দেশিকা পাঠান, টিএলএম মেলা দেখার জন্য সার্কেলের সমস্ত শিক্ষককে অবশ্যই আসতে হবে। তার জন্য ক্লাস সাসপেন্ড রাখতে হবে। প্রতিটি স্কুল থেকে অন্তত ১০ জন করে পড়ুয়াকে উৎসবে নিয়ে আসতে হবে।

এই নির্দেশিকার জেরেই এদিন সার্কেলের সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। কোথাও পঠনপাঠন কিংবা মিড ডে মিল তৈরি হয়নি। কোনও খুদে পড়ুয়া খাবার পায়নি। এ নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগপত্রে বেশ কিছু পড়ুয়ার অভিভাবকরা জানিয়েছেন, অনেক দুঃস্থ পরিবারের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা মিড ডি মিলের খাবার খেয়েই দুপুরে পেট ভরায়। কিন্তু এদিন তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসে ঘুরে যায়। স্কুল বন্ধ থাকায় তারা মিড ডে মিলের খাবার পায়নি। তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, এদিন এই চক্রের কোনও স্কুলেই মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হয়নি। অথচ এদিন কোনও সরকারি ছুটি ছিল না। এসআই নিজের সিদ্ধান্তে স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর জন্য তাঁরা এসআইয়ের শাস্তি দাবি করছেন।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই প্রাথমিক অবর পরিদর্শক ভরত ঘোষ জানিয়েছেন, যেহেতু মালদা সার্কেলের তরফে এই টিএলএম অর্গানাইজ করা হচ্ছে, তাই প্রতিটি স্কুলের সব শিক্ষককেও আমরা এখানে থাকতে বলেছি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মন জানিয়েছেন সরকারিভাবে কোনও ছুটির নির্দেশিকা নেই। কোনও স্কুলকে সেই নির্দেশিকা পাঠানো হয়নি। মালদা সার্কেলের ৫৯টি স্কুলে ক্লাস সাসপেনশন করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ওই সার্কেলের সাব ইন্সপেকটর অফ স্কুলসের। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।

পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতির জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ডেপুটি মেয়রের দ্বারস্থ অভিযোগকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ভোলানাথ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি আসানসোল পুরনিগমের ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর দিলীপ ওরাংয়ের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনলেন। এই অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় পুরনিগাম চত্বরে। ভোলানাথ প্রসাদ তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আসানসোল পুরনিগমে আসেন। তিনি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হকের দ্বারস্থ হয়ে গোটা বিষয়টি অভিযোগ আকারে জানান। এদিন যখন ওই ব্যক্তি আসানসোল পুরনিগমে আসেন, তখন তার সঙ্গে ওই কাউন্সিলারের দেখা হয়। এরপর ওই কাউন্সিলর আসানসোল পুরনিগম ছেড়ে চলে যান।

বার্নপুরের বাসিন্দা ভোলানাথ প্রসাদ বলেন, আমি এই পরিমাণ টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর দিলীপ ওরাংকে ২০২১ সালের জুন মাসে দিয়েছিলাম। তখন দিলীপ ওরাং তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কাউন্সিলর নির্বাচনে জেতার পর নিজের নামে জমি লিখে দেবেন। কিন্তু ভোলানাথ প্রসাদের অভিযোগ, ২০২২ সালে কাউন্সিলর হওয়ার পরও তিনি ওই জমি তাকে দেননি। পরে তিনি বলেছিলেন, জমি নয়, টাকা ফেরত দেবেন। কিন্তু তিনি টাকাও ফেরত দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে তিনি হিরাপুর থানার এক আধিকারিক সম্পর্কে বলেন, ওই আধিকারিক মধ্যস্থতা করেছিলেন। বলা হয়েছিল দিলীপ ওরাং ১ মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবেন। কিন্তু এরপরও তিনি পাননি তার টাকা। তিনি আরো বলেন, আমি এই বিষয়ে আমার ওয়ার্ড কাউন্সিলার সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছে গেছিলাম। সব নেতার কাছে আবেদন করেও, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

ডেপুটি মেয়র ওয়াসিম উল হক ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন ও তার কথা শোনেন। ডেপুটি মেয়র বলেন, খুব শীঘ্রই উভয় পক্ষ একসঙ্গে বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। ভোলানাথ প্রসাদ যদি সত্য বলেন ও যদি টাকা দিয়ে থাকেন, তাহলে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

যদিও, এই প্রসঙ্গে ৯৪ নং কাউন্সিলরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি সংবাদমাধ্যমের একাংশকে জানান, যে টাকা নিয়েছি, তার মধ্যে বেশ কিছু টাকা ফিরিয়েও দিয়েছি, বাকি টাকাও দেব।

মহিলাকে উত্যক্ত করা-সহ অপহরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বিউটি পার্লারের মালকিন এবং কর্মীদের কুপ্রস্তাব দেওয়া ও উত্যক্ত করা সহ অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে, অভিযুক্তকে ধরে গণধোলাইয়ের ছবি ভাইরাল। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার এক বিউটি পার্লারের ব্যানার থেকে ফোন নম্বর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পার্লারের মালকিন ও তার কর্মচারীদের উত্যক্ত করা এবং বিভিন্ন ভাবে কুপ্রস্তাব দেওয়া অপহরণ, নারী পাচারের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম মিঠুন বালা। তার মা মাধুরী বালা সিন্দ্রনী গ্রামপঞ্চায়েতের মাগুরকোনা গ্রামের তৃণমূলের সদস্যা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আষাঢ়ু বাজার থেকে পার্লারের দোকান বন্ধ করে পাশে একটা কাজে যাচ্ছিলেন পার্লারের মালকিন বছর ৩৮ এর মহিলা। অভিযোগ সেই সময় বাজারের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশ থেকে তাকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মিঠুন। মহিলা চিৎকার করলে তাকে মারধরও করে বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে মিঠুনকে ধরে মারধর করে। সেই মারধরের মুহূর্তের ছবি এখন ভাইরাল। পরবর্তীতে মিঠুনের নামে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত মিঠুন বালা। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা মাধুরী বালা। এই বিষয়ে মাধুরী বালা বলেন, রাজনৈতিক কারণে পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক আমার ছেলে দোষী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন।

হুগলি জেলার মধ্যে প্রথম বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু হল গোঘাটের স্কুলে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: স্কুলের আধুনিকীকরণ ও স্মার্ট স্কুল তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে। হুগলি জেলার মধ্যে প্রথম বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু হল হুগলির গোঘাটের দামোদরপুর পশ্চিম মহীতোষ নন্দী প্রাঃ বিদ্যালয়ে। বুধবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স কর্মসূচি চালু হয়। এদিন থেকেই ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়া থেকে আধুনিক সিলেবাস ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হয় এই স্কুলে। সরকারি-বেসরকারি একাধিক প্রতিষ্ঠানে হাজিরায় নজর রাখতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিছু স্কুলে শিক্ষকদের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা রয়েছে। এ বার স্কুলের পড়ুয়াদেরও বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হল। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হারে শৃঙ্খলা আনতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন শিক্ষাবিদেরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন

রাধাবল্লভপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের পূজ্যপাদ স্বামী মুনিষ্ঠানন্দজি মহারাজ,রাজীব দে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, গোঘাট-২ চক্র, রঘুনাথ সাঁতরা স্থানীয় প্রধান, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বর্গ।

মেদিনীপুরে বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুরুচিকর মিমিক্রির প্রতিবাদ জানাল বিজেপির মহিলা মোর্চা। মেদিনীপুরে মহিলা মোর্চার একটি ধিক্কার মিছিল বের হয় এবং জেলা কালেক্টরেটে গিয়ে রাহুল গান্ধি এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করা হয়। নেতৃত্ব দেন মহিলা মোর্চার নেতৃত্ব পারিজাত সেনগুপ্ত। জেলা কালেক্টরেটের সামনে বিক্ষোভ সভায় মহিলা নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এরপর তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করেন। স্লোগান দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে।

পারিজাত সেনগুপ্ত বলেন, দেড়শো জন সাংসদকে বহিষ্কার করার পর উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মিমিক্রি করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা তাই ইন্ডিয়া জোটের নায়ক ওই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশ পুতুল দাহ করলাম। কারণ এর আগেও তিনি এক ধর্ষণকাণ্ডেও কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। আমরা রাজনীতিগতভাবে তার কুশপুতুল দাহ করে তাকে তীব্র ধিক্কার জানালাম।

২৮ ডিসেম্বর চাকলায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার জন্মস্থান চাকলা মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সূচনা ও আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২৮ ডিসেম্বর জননেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকলায় আসছেন। এই দুই কারণেই বৃহস্পতিবার চাকলা ধামে যান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মইদুল হক শাহাজী, বারাসাত পুলিশ জেলার সুপার ভাস্কর মুখার্জি সহ অন্যান্যরা। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী চাকলায় সভা করবেন। সেই উপলক্ষ্যে মাঠ পরিদর্শন ও হেলিপ্যাডের কাজ পরিদর্শন করেন দলীয় নেতৃত্বগণ। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চকলা ধামে আসবেন। পুজো দেবেন এবং মাঠে সভা করবেন। সেই উপলক্ষ্যেই এদিন মূলত সমগ্র জায়গাটি পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও ধামের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করা হয়।

প্রসঙ্গত, চাকলা লোকনাথ ধামের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ১৬ কোটি টাকা কয়েক ধাপে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কচুয়া ধামেও আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। ভক্তদের সুবিধার্থে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। মন্দির, অতিথিশালা, রান্নাঘর, তোরণ, ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণের জায়গা অত্যাধুহীকরণ সহ মন্দিরের সৌন্দর্যকরণ করা হয়েছে।

১০০ দিনের টাকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যকে একহাত নিলেন চন্দনা বাউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবি করেছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার আগে যে সমস্ত মানুষের জন্য টাকা দিয়েছেন সেই টাকা কাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে সেই টাকার হিসেব চাইলে মুখ্যমন্ত্রী সেই টাকার হিসেব দিতে পারছেন না। উল্টে দিল্লিতে গিয়ে তিনি চিৎকার করছেন যে কেন্দ্র রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করছে। আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবটা দিক। কেন্দ্র তার পরে টাকা দেবে। কেন্দ্র তো কখনোই বলেনি যে টাকা দেবে না। রাজ্যের মানুষ বুঝে গিয়েছে যে উনি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে রাজ্যের মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করছে। কেন্দ্র টাকা পাঠায় বাংলার মানুষের জন্য। আর বাংলার নেতা মন্ত্রীদের বাড়ির বাথরুম থেকে আর খাটের তলা থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে।

সেই টাকা কোথা থেকে এসেছে তার হিসেব দিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২০১১ সালে বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে যে ডাকাত রানিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বাংলার মানুষ এখন তাদের ভুল বুঝে গিয়েছে। তাই আগামী ২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার ডাকাত রানিকে

কিভাবে সরাতে হয় তা বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দেবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে বাঁকুড়ায় ফেরার পথে পানাগড় বাজারে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বলেন বাঁকুড়ার সালতোরের বিজেপির বিধায়িকা তথা ভারতীয় জনতা পার্টির এসসি মোর্চার রাজ্য নেত্রী চন্দনা বাউড়ি। এদিন দলীয় কর্মীদের সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি সংগঠনের বিষয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

তারকেশ্বরের গোবরহাঁড়া এলাকা থেকে ৮ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: একসঙ্গে আটজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ। ঠাঁই হল শ্রীঘরে। কী তাঁদের অপরাধ? পুলিশের অনুমান বড়সড় ডাকাতি করার জন্যই জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা। এরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের পাঠনো হয় তারকেশ্বর থানায়। ধৃতরা হলেন বাসুদেব ঘোষ, দশরথ সরকার, সঞ্জয় রুইদাস, সুনীল দাস, খোকন মল্লিক, রতন দাস, সুরজিৎ জানা ও টোটন কর। একজন পলাতক। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সাতজনের বাড়ি তারকেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায়। তবে টোটোনের বাড়ি পুরশুড়া থানায়। অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভোজালি, রড, সাটার কাটার যন্ত্র সহ একাধিক অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ২৬ নম্বর রোডের পাশে তারকেশ্বরে গোবরহাঁরা এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের পিছনে পরিত্যক্ত স্থানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল এরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। গোবরহাঁড়া এলাকা থেকে মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুরপিতার উদ্যোগে বারাসাতে সার্কাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: হারিয়ে যাওয়া খেলাকে ফিরিয়ে আনতে ও পুরনো শৈশবকে জাগাতে বারাসাতে সার্কাসের উদ্যোগ নিলেন বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। পুরপিতার বিশেষ উদ্যোগে বুধবার থেকে বারাসাত পাওনিয়ার পার্ক স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শুরু হল গৌরি সার্কাস। আগামী ১ মাস ধরে প্রতিদিন ১, ৪ ও ৭টা তিনটি শো হবে। এদিন সার্কাসের উদ্বোধন করেন বারাসাতের মহকুমা শাসক সোমা সাউ, পুরপিতা দেবব্রত পাল। উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, বারাসাত শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র সহ অন্যান্যরা।

VISTRA

ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
৯ম তল, এপিজে হাউস, ১৫, মাদার টেরেজা সরণি, তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫

২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ গ) দখলের প্রকৃতি - স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ খ) সংরক্ষিত মূল্য গ) ইএমডি পরিমাণ ঘ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত ঋণদাতার জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত যোগাযোগের ব্যক্তির নাম এবং যোগাযোগ নং
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড 'সিমপ্লেক্স হাউস' ২৭, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা ৯ ছটাক ৩৫ বর্গফুট সমপরিমাণ ৪৭৬০ বর্গফুট (কমবেশি) তদস্থিত পাঁচতলা ইট নির্মিত ভবন অবস্থিত চৌহদ্দি পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৭ শেক্সপিয়ার সরণি, (পূর্বতন থিয়েটার রোড), কলকাতা- ৭০০০১৭ সাধারণভাবে পরিচিত সিমপ্লেক্স হাউস পূর্বতন নামডাঙ্গ হাউস হিসেবে পরিচিত মোট ঢাকা এরিয়া ২,০৫৫.৬৯ বর্গ মিটার বা ২২,১২৭ বর্গফুট, থানা-শেক্সপিয়ার সরণি (পূর্বতন ওয়ার্ড নং ৬৩) এবং কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন এবং চৌহদ্দি : কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন নিম্নোক্ত মতে :উত্তরে : সাধারণের চলার পথ, পূর্বে প্রেমিসেস নং ২৯ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা;দক্ষিণে : শেক্সপিয়ার সরণি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	ক) ১০ মার্চ, ২০২১ খ) ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ গ) কার্যকরী (প্রতীকী)	ক) ৭৫ কোটি টাকা ১৭ জুন ২০২০ থেকে প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ খ) ৩১.৫ কোটি টাকা গ) ৩.১৫ কোটি টাকা ঘ) ৫০ লাখ টাকা	৩০.০১.২০২৪ ৩১.০১.২০২৪	অন্যান্য ঋণদাতার দায় যদি কিছু থাকে মীরাজ শেখ (অনুমোদিত অফিসার)

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার প্রতি ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

'বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি'র বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট : **www.vistraitcl.com/enforcement-updates** দেখুন। আরও সম্ভাব্য ডাকদাতারা অনুমোদিত অফিসার শ্রীমিরাজ শেখ এর সঙ্গে ৯১২৩০৭২৮৯৬ এবং ৯৮১৯৪৫৮৮৩৩ নম্বরে এবং ই-মেল **Miraj.Sekh@vistra.com** এবং **Abhaya.Gurumurthy@vistra.com** সঙ্গে কাজের সময় যেকোনও কাজের দিন যোগাযোগ করতে পারেন। (কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত নিলাম শর্তাদি অনুসরণ করতে হবে)।

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
মিরাজ শেখ (অনুমোদিত অফিসার)
ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-৪(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 4-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL1180 00434 KOLHL2000 0171	1. মেসার্স শ্রী প্যালেস (ঋণগ্রহীতা) 2. রূপশ্রী রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 3. বিকাশ রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ)	নিম্ন ঠিকানাস্থিত সম্পত্তির সকল আনুষঙ্গিক এবিচ্ছেদ্য অংশ - পানিহাটি পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং.25, কুন্ডু বাগান, ঈশ্বর চ্যাটার্জী রোড, সুখচর, খড়দহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - 700 110। পূর্ব: শ্রী শঙ্কর কুন্ডুর, G +1 তল বিশিষ্ট গৃহের দ্বারা পশ্চিম: অন্যান্যদের সম্পত্তির দ্বারা উত্তর: 8 ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তার দ্বারা দক্ষিণ: শ্রী শ্যামল ঘোষের এক তলা বাড়ির দ্বারা	19-07-2021	04-07-2021 তারিখে ₹45,63,801.18 (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার আট শত এক টাকা এবং আঠারো পয়সা)	18-12-2023 শারীরিক দখল
H17299290 721051833 H17299290 721051833L H17299300 721124005 KOLHL2000 0185	1. মেসার্স রিলায়েবল প্রায়রিটি সার্ভিস (ঋণগ্রহীতা) 2. সুব্রত কর (সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 3. শিউলি কর (সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ) 4. সুপর্ণা কর (সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ)	নিম্নঠিকানাস্থিত সম্পত্তির সকল আনুষঙ্গিক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ - দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার, পুরানো টালিগঞ্জ থানার, তদপরবর্তীতে যাদবপুর, বর্তমানে রিজেন্ট পার্ক থানার অধীনে মৌজা চাকদহ, খতিয়ান নং.47, জে.এল.নং.44, আর.এস.নং.274, রৌজি নং.351 এর অধীনে দাগ নং. 171 এর অংশস্বরূপ, বর্তমানে কলকাতা পৌরসভার সীমার অধীনে মিউনিসিপাল ওয়ার্ড নং.114 এর মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং.32 তারবাগান এবং বাবুপাড়া (কর অনুসারে) নামে পরিচিতি এবং নম্বরযুক্ত কম-বেশি 450 বর্গ ফুট মাপের টিনের ছাউনিযুক্ত কাঠামো সহ কম-বেশি 02 কাঠা, 14 ছটাক এবং 25 বর্গফুট পরিমাণ জমি পূর্ব: প্রেমিসেস নং.33, তালবাগান বাবুপাড়া পশ্চিম: প্রেমিসেস নং.192, তালবাগান বাবুপাড়া উত্তর: KMC এর রাস্তা দক্ষিণ: অজিত ব্যানার্জীর সম্পত্তি	18-02-2012	17-02-22 তারিখে ₹58,97,902.99 টাকা (আটান্ন লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয় শত দুই টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা)	19-12-2023 শারীরিক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 22.12.2023
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর,
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার,
পিন - ৭১৩২১৬, ফোন নং-০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. বকেয়া পরিমাণ ৩. দখলের তারিখ
১.	ক) কেটিএল সিডস ফার্ম প্রা লি তাপস চৌধুরী (ডিরেক্টর) রেখা চৌধুরী (ডিরেক্টর) রাধা বল্লভ মার্চেন্ডাইস খ) রামপুরহাট শাখা	সমপরিমাণ বন্ধক সিড ফ্যাক্টরি, কেটিএল সিডস ফার্ম প্রা লি, এলআর প্লট নং ১৪১, ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২, ৬০৩/১১০৬,জেএল নং : ১৩৬, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, এরিয়া ১১০ ডেসিমেল শ্রেণি-গুদাম মালিকের স্বত্বাধীনে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৭০৮ তারিখ ০২.০৭.২০১৩। চৌহদ্দি : উত্তরে : সামন্ত জমি, দক্ষিণে : রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্বে : মৃত্যুঞ্জয় পাঁজা, পশ্চিমে: সড়ক সমন্বিত।	১. ১৫.০৯.২০২৩ ২. ৪,৬০,৩৪,২৮০.৮৯ টাকা (চার কোটি ষাট লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো আশি টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা ১৪.০৯.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ ৩. ১৯.১২.২০২৩
১.	ক) রয়েল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড তাপস চৌধুরী (ডিরেক্টর) রেখা চৌধুরী (ডিরেক্টর) অপূর্ব চৌধুরী, রতিনদেব চৌধুরী, রাধা বল্লভ মার্চেন্ডাইস খ) রামপুরহাট শাখা	**সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকী একতলা বসবাসের ভবন, তাপস চৌধুরীরর নামে, অবস্থিত এলআর প্লট নং ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩২, ২১২৯, জেএল নং ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৫৭, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া ৫ ডেসিমেল, শ্রেণি-বাস্তু, মালিকের স্বত্বাধীনে, উত্তরে : তপন চৌধুরী,দক্ষিণে : গণেশ দে, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : অজিত কুমার চৌধুরী, উল্লেখ্য দলিল নং : ১-১৩২০ তারিখ ১৪.০৩.২০০৮ **সম্পত্তি : ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকী খালি জমি , তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে, এলআর প্লট নং : ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নং ১০৬, ২১২৯, ২১৫৯, জেএল নং ১৩৬, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, এরিয়া : ১০ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাস্তু, উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিমে : তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্বে : আরতি রানি, পশ্চিমে : খাস জমি, উল্লেখ্য দলিল নং : ১-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ ০৭.০৪.২০০৮। **সম্পত্তি : ৩ :** সমপরিমাণ বন্ধকী দোতলা ভবন, তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে, এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, জমি : ২২.০০ লাখ, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, এরিয়া ১১ ডেসিমেল, শ্রেণি: বাস্তু, মালিকের স্বত্বাধীনে, উত্তরে : শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণে : পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে :পঞ্চানন চৌধুরী। উল্লেখ্য দলিল নং : ১-৪৯৪১/২০২২। ১-৪৯৪২/২০২২, ১-১৫১৮ তারিখ ১১.০৪.২০০৮। **সম্পত্তি ৪ :** সমপরিমাণ বন্ধকী সিড ফ্যাক্টরি, রয়েল বেঙ্গল সিডস প্রা লি এর নামে, এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, ২১৩২, ২১৩৭, ২১৩৪, ২১৩৮ জেএস নং ১৩৬, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, এরিয়া : ৯৫ ডেসিমেল, শ্রেণি : গুদাম মালিকের স্বত্বাধীনে। উত্তরে : গোবিন্দ বড়াল এবং অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : দত্ত এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : মোদক এবং ঘোষালদের জমি, পশ্চিমে র ১৫ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১. ০৬.১০.২০২৩ ২. ৫,২৭,৫৬,০৯৩.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি সাতাশ লাখ ছাপান্ন হাজার তিরানব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা ০৩.১০.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ ৩. ১৯.১২.২০২৩

তারিখ : ১৯.১২.২০২৩
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সংসদে রংবোমাকাণ্ডে আটক কর্নাটকের প্রাক্তন পুলিশকর্তার পুত্র

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: সংসদ ভবনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় আটক করা হল কর্নাটকের এক যুবককে। বুধবার রাতে কর্নাটকের বগলকোট থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ইতিমধ্যেই দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ওই যুবকের নাম সাইকৃষ্ণ জাগালি। তিনি কর্নাটকের প্রাক্তন এক পুলিশকর্তার পুত্র বলে মনে করা হচ্ছে। ওই যুবক সংসদকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া মনোরঞ্জন ডি-র বন্ধু বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। সাইকৃষ্ণ এবং মনোরঞ্জন, বেঙ্গালুরুর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়াশোনা করতেন। সংসদে অনুপ্রবেশকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাইকৃষ্ণের নাম উঠে আসে বলে সূত্রের খবর।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাইকৃষ্ণ কর্মসূত্রে অন্য জায়গায় থাকলেও বর্তমানে বগলকোটের বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন। বুধবার রাতে বাড়ি থেকেই সাইকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও পরিবারের দাবি, সাইকৃষ্ণ কোনও ভুল কাজ করেনি। আটক হওয়া যুবকের বোন স্পন্দা সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'দিল্লি পুলিশ এসেছিল। আমার দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আমরা এই তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। দাদা কোনও ভুল করেনি। দাদা এবং মনোরঞ্জন রুমমেট ছিল। এখন আমার দাদা বাড়ি থেকে কাজ করে।'

প্রসঙ্গত, গত বুধবার লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন গ্যালারি থেকে চেম্বারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের কাছে ছিল রংবোমা। তা দিয়ে তাঁরা চারদিকে ছড়িয়ে দেন হলুদ ধোঁয়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য তাঁদের ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংসদের বাইরে থেকে একই সময়ে গ্রেপ্তার করা হয় নীলম আজাদ এবং অমল শিন্ডে নামে দু'জনকে। এ ছাড়া, সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লির থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন ললিত ঝা এবং মহেশ কুমাওয়াত। তাঁদের সকলকেই সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে। পুরো ঘটনায় ইতিমধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে।

পুঞ্চে সেনা ট্রাকের উপর জঙ্গি হামলা, নিহত তিন জওয়ান

পুঞ্চ, ২১ ডিসেম্বর: ফের জঙ্গিদের নিশানায় সেনা-জওয়ান। আবার সেনা ট্রাকের উপর অতর্কিতে হামলা চালাল জঙ্গিরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়। সেনাবাহিনীর তরফে খবরটি নিশ্চিত করে জানানো হয়, পুঞ্চের সুরানকোটে ডেরা কি গোলি জঙ্গল এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ই সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ও ট্রাকটি হামলা চালায় জঙ্গিরা। তারপরই পাল্টা গুলি ছোড়েন জওয়ানরা। তবে এই অতর্কিত জঙ্গি হামলায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৩ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৩ জন্য। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, দু-পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলছে।

জম্মুর সেনা মুখপাত্র জানান, ডিকেজি এলাকায় বুধবার রাত থেকে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী জঙ্গি অভিযানে নামে। এরপর এদিন সেনা ক্যাম্পের উপর জঙ্গি হামলার পরই এলাকায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। দু-পক্ষের মধ্যে গুলির

জখম আরও ৩

লড়াই চলছে। প্রসঙ্গত, গত মাসে রাজৌরির কালাকোটে এলাকায় একইভাবে সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই হামলায় ২ সেনা- ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হয়। তারপরই সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল ওই এলাকায় জঙ্গি-দমন অভিযানে নামে। গত কয়েক বছরে বড়-বড় জঙ্গি হামলার হটবেল্ট হয়ে উঠেছে রাজৌরি, পুঞ্চের মতো এলাকাগুলি। চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে রাজৌরি-পুঞ্চ এলাকায় দুটি জঙ্গি হামলায় ১০ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। গত দু-বছরে এই এলাকায় জঙ্গি অভিযানে গিয়ে ৩৫-এর বেশি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।

লালু-তেজস্বীকে তলব ইডি-র

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: আর্থিক প্রতারণার মামলায় ফের একবার নোটিস পাঠানো হল বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ও তাঁর বাবা তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে। বুধবারই কেন্দ্রীয় সংস্থার নোটিস পেয়েছেন তাঁরা। তেজস্বী যাদবকে ২২ ডিসেম্বর ও লালু প্রসাদকে আগামী ২৭ ডিসেম্বর হাজিরা দিতে হবে ইডি দপ্তরে। জমির বদলে রেলে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে লালু প্রসাদের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আগেই সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল যাদব পরিবারের সদস্যদের। এবার তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

চাকরি দেওয়ার পরিবর্তে প্রার্থীদের কাছ থেকে জমি নিয়েছিলেন যাদব পরিবারের সদস্যরা, এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। সিবিআই তদন্তের পর দাবি করেছিল, পাটনার একাধিক বাসিন্দা, লালু ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা সংস্থাকে তাঁদের জমি বিক্রি করেছিলেন অথবা উপহার হিসেবে দিয়েছিল।

ইডি-র দাবি, রাবরি দেবী ও তাঁর এক মেয়ে হেমা যাদব এমন দুজনের কাছ থেকে দুটি জমি পেয়েছিলেন, যাঁরা রেলে কর্মরত। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, ওই জমি তাঁরা মাত্র সাড়ে ৭ লক্ষ টাকায় কিনেছিলেন, যা একটি নির্মাণ সংস্থাকে সাড়ে ৩ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। সিবিআই ওই মামলায় ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছে। কয়েক মাস আগে তেজস্বীর মা রাবরি দেবী, বোন মিশা ভারতী ও রাগিনী যাদবকেও তলব করেছিল।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইল তৈরি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ায়

পিয়ংইয়ং, ২১ ডিসেম্বর: শত্রু দেশে পরমাণু হামলার হুমকি দিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। তাঁর সাফ বার্তা, প্রতিপক্ষ যদি পরমাণু অস্ত্রের আস্ফালন করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে আক্রমণ শানাতে পিছপা হবে না পিয়ংইয়ং। ফলে কার্যত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে কিমের দেশ।

উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, গত সপ্তাহেই ওয়াশিংটনে আলোচনায় বসেছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা। মনে করা হচ্ছে, সেই আলোচনায় উত্তর কোরিয়াকে ঠেকাতে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। দুই বন্ধু দেশের মধ্যে পারমাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কিম। এর পরই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সামরিক বাহিনীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শত্রুরা যদি পরমাণু অস্ত্র নিয়ে কোনওরকম উস্কানি দেয় তাহলে কোনও দ্বিধাবোধ না করে যেন পালটা পারমাণবিক হামলা চালানো হয়।

কিমের এই হুঁশিয়ারির পরই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ওয়াশিংটন, সিওল ও টোকিও। যেখানে পরমাণু শক্তিধর দেশটিকে বলা হয়েছে, 'এইরকম উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে নিঃশর্ত আলোচনায় আসা উচিত। উদ্বেগ বাড়িয়ে চলতি বছরে রেকর্ড হারে যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা করছে উত্তর কোরিয়া। উল্লেখ্য, আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া জোটের সঙ্গে চিন ও উত্তর কোরিয়ার সংঘাত বহু দিনের। বিগতে কয়েকদিনে যা আরও তীব্র হয়েছে। ফলে দু'পক্ষের বিবাদে কার্যত বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে কোরীয় উপদ্বীপ। এর মাঝে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে গত জুলাই মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরে মার্কিন নৌসেনার সাবমেরিনের প্রবেশ। এবং ওয়াশিংটন ও সিউলের যৌথ সামরিক মহড়া। 'অস্তিত্ব সংকটে'র আশঙ্কায় আগেও বহুবার মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছিল পিয়ংইয়ং।

এর পর থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইল তৈরি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ায়। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সর্বাধিনায়ক কিম। নিজেই ঘুরে দেখছেন বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির কারখানা। গত ৯ অগস্ট 'সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের' বৈঠকে সেনাবাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কৌশলগত দিক থেকে ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্য।

কনৌট প্লেসে বাণিজ্যিক ভবনের ১২ তলায় আগুন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: দিল্লির কনৌট প্লেসের একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গোপালদাস ভবন নামে ওই বহুতলের ১২তলায় আগুন লাগে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১টা নাগাদ গোপালদাস ভবনের ১২তলা থেকে আচমকাই ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। তার পরই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেন স্থানীয়রাই। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও।

বিতর্কিত 'টুইটার' পোস্ট সরাবেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: নির্যাতিতা নাবালিকার পরিচয় প্রকাশ্যে আনার অভিযোগের মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মানবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। যে টুইটার (বর্তমানে এক্স হ্যান্ডল) পোস্ট নিয়ে এত বিতর্ক, সেটি নিজের প্রোফাইল থেকে সরিয়ে দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার এ কথা হাইকোর্টকে জানালেন সাংসদের আইনজীবী।

দিল্লি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনমোহন এবং বিচারপতি মিনি পুষ্করণের বেঞ্চে মামলাটি বিচারাধীন। প্রধান বিচারপতি মনমোহন টুইটার পোস্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাহুলের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য ছিল, 'পোস্টটি সরিয়ে নিন। আমরা এ ব্যাপারে কোনও লিখিত নির্দেশ দিতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি চান, আমরা সেটাও করতে পারি। নির্যাতিতার পরিচয় সুরক্ষিত রাখতেই হবে।'

নির্যাতিতার পরিচয় ফাঁসের অভিযোগ তুলে রাহুলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর)। ২০২১ সালে ওই দলিত নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠার পরে রাহুল তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। অভিযোগ ছিল, সেই ভিডিওয় তিনি নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। রাহুল নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করায় তার পরিচিতি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে বলেই হাইকোর্টকে জানিয়েছিল কমিশন। ২০২১ সালে ওই ঘটনার পরে টুইটারকে চিঠি দিয়েছিল জাতীয় শিশু কমিশন। তার পরেই রাহুলের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছিল টুইটার। ফেসবুককেও এই মর্মে চিঠি দিয়েছিল কমিশন। জানিয়েছিল, রাহুলের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের মাধ্যমেও নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ্যে এসেছে।

বিহারে বেআইনি মদের কারবার

পাচার রুখতে গিয়ে মদবোঝাই ট্রাকেই পিষে মৃত্যু সাব-ইনস্পেক্টরের

পাটনা, ২১ ডিসেম্বর: বেআইনি মদ পাচার রুখতে গিয়ে মদবোঝাই ট্রাকের নীচেই পিষে মৃত্যু হল পুলিশের এক সাব-ইনস্পেক্টরের। আহত হয়েছেন আরও দুই পুলিশকর্মী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইয়ে।

বিহারে মদ নিষিদ্ধ। তার পরেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি মদের কারবার চলছে। মদ পাচার হচ্ছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেগুসরাইয়ের নকোঠি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) পরশুরাম সিং তাঁর দলবল নিয়ে ছাতাউনা বুড়ি গন্ডক সেতুর কাছে নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিলেন।

সেই সময় একটি ট্রাক দেখে সন্দেহ হয় পুলিশ দলটির। এসএইচও এবং সাব-ইনস্পেক্টর চালককে ট্রাক থামাতে বলেন। কিন্তু চালক ট্রাক না থামিয়ে আরও গতি বাড়িয়ে দেন। ট্রাকের সামনে চলে এসছিলেন এসআই খামাস চৌধরী। ট্রাকের ধাক্কায় কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়েন তিনি। আরও দুই পুলিশকর্মী ট্রাকটিকে আটকানোর চেষ্টা করলে আহত হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাব-ইনস্পেক্টরের।

ট্রাকটিকে তাড়া করে ধরে ফেলে পুলিশ। তবে চালককে ধরতে পারেনি তারা। ট্রাকের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার যোগেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ট্রাকের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই প্রথম নয়, মাসখানেক আগেও জামুইয়ে অবৈধ খননকাজ আটকাতে গিয়ে মাফিয়াদের হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। সাব-ইনস্পেক্টর প্রভাতরঞ্জন তাঁর দল নিয়ে তল্লাশি অভিযানে যেতেই মাফিয়ারা তাঁদের উপর হামলা চালায়। এক দুষ্কৃতী এসআইকে ট্র্যাক্টর দিয়ে পিষে দেয়।

মাইনাস ৪৭ ডিগ্রিতে হারহিম চিনের, রাস্তাঘাট জমে বরফ

বেজিং, ২০ ডিসেম্বর: প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে চিন। প্রায় চার দশক পর তাপমাত্রার এমন নজির গড়ল বেজিং। পুরু বরফের চাদরে ঢেকেছে রাস্তাঘাট। যার ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। রাস্তার বরফ গলাতে ব্যবহার করা হচ্ছে নুন। দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র একই চিত্র। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রশাসন।

জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে চিনের তাপমাত্রা মাইনাস ৪৭.৯ ডিগ্রির নিচে নেমে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে চিনের হেইলংজিয়াংয়ের ইচুন প্রদেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে গিয়েছে। ১৯৮০ সালের পর এমন ঠান্ডা পড়ল চিনে। তুষারপাতের পাশাপাশি বইছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়াও। কোথাও কোথাও রেকর্ড হারে হচ্ছে তুষারপাত।

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করলেন নওয়াজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ২১ ডিসেম্বর: ভারত চাঁদে পৌঁছে গেল কিন্তু পাকিস্তান এখনও মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই পারল না। আমরা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছি। দেশে ফিরেই ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন নওয়াজ শরিফ। আগামী বছর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনী প্রচারে গিয়েই ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

খাইবার পাখতুনখোয়া এলাকার মানশেরা থেকে ভোটে লড়বেন নওয়াজ। নির্বাসনের পরে দেশে ফিরেই জোরকদমে নির্বাচনী

প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার নওয়াজ বলেন, তপাকিস্তানের আর্থিক সংকটের জন্য ভারত বা আমেরিকা কেউই দায়ী নয়। আমরাই নিজেরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। ২০১৩ সালে ব্যাপক লোডশেডিং হচ্ছিল দেশজুড়ে। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় এসে সব কিছু ঠিক করে দিয়েছিলাম। উন্নয়নের নতুন যুগ শুরু হয়েছিল।

বুধবারও ভারতের ব্যাপক প্রশংসা করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিবেশীরা তো চাঁদে পৌঁছে গেল। আর আমরা এখনও মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই পারলাম না। এইভাবে তো চলতে পারে না। উল্লেখ্য, প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছে ভারতের চন্দ্রযান। পাক সংবাদমাধ্যমেও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ভারতের অভিযান।

গত দুইবছরে কার্যত ভেঙে পড়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতি। ঋণের বোঝায় জেরবার ইসলামাবাদ। দেশের অন্দরেও মুদ্রাস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতেই সাধারণ নির্বাচন হবে পাকিস্তানে। তোষাখানা মামলায় ইতিমধ্যেই জেলবন্দি হয়েছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তবে জেল থেকেই তিনটি কেন্দ্রের লড়বেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। যদিও ইমরানকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেয়নি পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। পরে অবশ্য সেই নির্দেশ বাতিল করে দেয় ইসলামাবাদ হাইকোর্ট।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
e-NIT No.:UKM/027(e)/2023-24 dt. 01.12.2023. ID: - 2023_MAD_613622_1 (SL-06). Date Corrigendum published. For Details: - wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

e-TENDER NOTICE
e-Tender invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. NIT No: Chakdignagar- 20/2023-24. Memo No: 612/Chak. Dated: 19/12/2023. Bid submission closing date: 27/12/2023 up to 2 PM. Technical Bid open: 29/12/2023 after 2 PM.
For more details please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Nadia.

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- **Purchase & Delivery of one Mahindra Scorpio Classic S11 Car** for Ghatal Municipality under Municipal Fund, as mentioned in the **NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-14e/2023-24, Date: 21.12.2023, Tender ID: 2023_MAD_626532_1.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Jagadishpur Gram Panchayat
Jagadishpur Hat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and re-sourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-14/2023-24, Date: 21.12.2023. Fund: 15th FC (Tied).** Bid Submission Start Date: **21.12.2023 from 04:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **05.01.2024 up to 10:30 AM.** Date of Opening: **08.01.2024 at 11:00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

Notice Inviting General Quotation
General quotations are invited for a) Annual Rate Contact for laboratory chemicals and related items. Blanket order would be offered to the vendor who offers highest discounts on MRP for year-long supply of items as and when required, b) purchase of some equipment and furniture, c) servicing laboratory equipment and AC machines and d) lease of college canteen and maintenance of gardens. **Last date of submission of the quotations is 03.01.2024**. For detail please visit College website www.sammilanimahavidyalaya.ac.in
Sd/-
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
Corrigendum
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-12 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 126 nos.Various Works under Basirhat Municipality. Closing Date: **06.01.2024 at 9.00 AM.** And Bid Opening Date: **08.01.2024 at 9.00 AM.** For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-33(2nd)//23-24 dt. 21-12-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-35(2nd)/23-24 dt. 21-12-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-44/23-24 dt. 21-12-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-45/23-24 dt. 21-12-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-46/23-24 dt. 21-12-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Manual Implements, Hand/ Garden & Horticulture Tools, Zeor Tillage, Seed Tray, Mini Oil Mill Plant & Miscellaneous Items and Woks at the Customer Service Point at any block of any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from https://wbtenders.gov.in
Last Date for Submission: 08/01/2024 at 15:30 hrs.

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in. **Tender Notice No. 2668, Dt.19/12/2023** for Different Civil works under this Municipal area. **Tender ID: 2023_MAD_626785_1 to 15.** Last Date of Bid Submission **06/01/2024 up to 17.00 Pm.**
S/D
Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

Durgapur Abhaynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah-711205
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 09 nos. different development work(s) vide **(i) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/NIT-47, 48, 49 & 50, Date: 13.12.2023. (ii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/NIT-51, 52 & 53, Date: 18.12.2023. (iii) NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-I GP/5th SFC/NIT-54 & 55, Date: 19.12.2023 respectively**. Tender ID: 2023_ZPHD_611445_1, 2023_ZPHD_622397_1, 2023_ZPHD_625741_1, 2023_ZPHD_625816_1, 2023_ZPHD_627489_1, 2023_ZPHD_627593_1, 2023_ZPHD_627635_1, 2023_ZPHD_627679_1, 2023_ZPHD_627705_1. Bid Submission End Date: **i) NIT- 47 & 48 (30.12.2023 up to 05:00 PM), ii) NIT- 49 & 50 (05.01.2024 up to 05:00 PM), iii) NIT- 51 to 55 (06.01.2024 up to 05:00 PM).** Technical Bid Opening Date: **i) 02.01.2024 at 11:00 AM , ii) 08.01.2024 at 11:00 AM & iii) 09.01.2024 at 11:00 AM.**
Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- (Sonali Samaddar)
Pradhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

নিগ্রহে অভিযুক্ত কর্তার ঘনিষ্ঠ জয়ী নির্বাচনে, কেঁদে ফেললেন সাক্ষী

কুস্তি ছেড়ে দেবেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয় সিংহ। তিনি অভিযুক্ত কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের ঘনিষ্ঠ। প্রতিবাদে কুস্তি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সাক্ষী মালিক। সেই সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির।

বৃহস্পতিবার জানা যায় ব্রিজভূষণের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সেটা জানার পরেই ভেঙে পড়েন সাক্ষী। তিনি এবং আরও অনেক কুস্তিগিরেরা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন। তার পরেও ব্রিজভূষণ ঘনিষ্ঠ এক জন কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েন সাক্ষী। তিনি বলেন, ৩৪০ দিন আমরা রাস্তায় ছিলাম। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পরেও যদি

ব্রিজভূষণের ব্যবসার সঙ্গী কুস্তি ফেডারেশনের কর্তা হয়, তাহলে আমি কুস্তি দিচ্ছি দ

রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাক্ষী। বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে সাক্ষী বলেন, তআমাকে আর কেউ কখনও কুস্তি লড়তে দেখবে না। তাঁর পাশে ছিলেন বজরং পুনিয়া। তিনি বলেন, আমরা আর কুস্তি লড়তে পারব কি না জানি না। রাজনীতি কী ভাবে কাজ করে জানি না। নির্বাচনে সঞ্জয় জিতে আসায় বলাই যায় যে, বজরং পুনিয়াদের লড়াই কোনও দাম পেল না। তাঁরা ব্রিজভূষণকে সরানোর জন্য লড়াই করছিলেন। ধর্না দিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিজভূষণ সরলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিই কুস্তি সংস্থার দায়িত্বে রইলেন। না থেকেও রয়ে গেলেন ব্রিজভূষণ। এর আগে সঞ্জয় উত্তরপ্রদেশ কুস্তি সংস্থার সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ৪০টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে মাত্র সাতটি। সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন অনিতা শেওরান। তিনি ওই সাতটি ভোট পেয়েছেন। সচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমচাঁদ লোছাব।

সাক্ষী, বজরংদের অভিযোগ ছিল মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থা করেছিলেন ব্রিজভূষণ। যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিয়েছিলেন বজরংরা। ২৮ মার্চ নতুন সংসদ ভবনের দিকে পদযাত্রা করছিলেন তাঁরা। সেই সময় দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাঁদের। ৭ জুন কুস্তিগিরেরা ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার পর প্রতিবাদ থেকে সরে আসেন। ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন ব্রিজভূষণের পরিবারের কেউ কুস্তি সংস্থার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সেটা না হলেও সঞ্জয় পরিচিত ব্রিজভূষণ ঘনিষ্ঠ হিসাবেই।

দেশের মাটিতে টেস্টের প্রথম দিনই এগিয়ে হরমনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেখানেই শুরু করলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। দেশের মাটিতে টেস্টের প্রথম দিন দাপট দেখালেন ভারতের বোলার ও ব্যাটারেরা। প্রথমে বোলারেরা নিজেদের কাজ করলেন। তার পর ব্যাটারেরা দলকে ভাল জায়গায় নিয়ে গেলেন। সব মিলিয়ে প্রথম দিনই এগিয়ে গেল ভারত।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু শুরুটা ভাল হয়নি তাদের। প্রথম ওভারেই ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন ওপেনার ফোবে লিচফিল্ড। পরের ওভারে দলের সব থেকে অভিজ্ঞ ব্যাটার এলিস পেরিতে বোল্ড করেন পূজা বস্ত্রকর।

বেথ মুনি ও তাহিলা ম্যাকগ্রা কিছুটা খেলেন। মুনি ধীরে খেললেও ম্যাগগ্রা বেশ দ্রুত রান করছিলেন। অর্ধশতরান করেন ম্যাকগ্রা। কিন্তু ৫০ রানের মাথায় তাঁকে আউট করে অস্ট্রেলিয়াকে বড় ধাক্কা দেন স্নেহ রানা। মুনিকে ৪০ রানের মাথায় আউট করেন পূজা। বাকিদের মধ্যে অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি ৩৮ ও শেষ দিকে কিম গার্থ ২৮ রান করেন।

চা বিরতির পরে ২১৯ রানে অল আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে নজর কাড়েন পূজা ও স্নেহ। পূজা ৪টি ও স্নেহ ৩টি উইকেট নেন। আগের টেস্টের সেরা বোলার দীপ্তি শর্মার ঝুলিতে যায় ২টি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মা। বেশ আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং করেন তাঁরা। অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা তাঁদের সমস্যায় ফেলতে পারছিলেন না। দিনের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার পরিকল্পনা করে খেলছিলেন তাঁরা। কিন্তু শেষ দিকে ৪০ রানের মাথায় আউট হন শেফালি। প্রথম দিনের শেষে ১ উইকেটে ৯৮ রান ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১২১ রান পিছিয়ে তারা। মান্ধানা ৪৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন। সঙ্গে ব্যাট করছেন স্নেহ। যা পরিস্থিতি তাতে প্রথম ইনিংসে বড় লিড নেওয়ার লক্ষ্যে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবে ভারত।

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কালো আর্মব্যান্ড পরায় আইসিসির শাস্তির মুখে খাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কালো আর্মব্যান্ড পরার কারণে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানকে প্লেয়িং কন্ডিশন ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করেছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, খাজার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ গঠন করেছে আইসিসি, যার ন্যূনতম শাস্তি ভর্ৎসনা।

অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, খাজা কালো আর্মব্যান্ড পরার ক্ষেত্রে আইসিসির অনুমতি নেননি। সেটিকেই প্লেয়িং কন্ডিশন ভঙ্গ বলে জানিয়েছে আইসিসি। সংস্থাটির একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'উসমান খাজা আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনের পোশাক ও সরঞ্জাম নিয়মের তঅফদ ধারা ভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে।'

এরপর ওই মুখপাত্র যোগ করেন, 'পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও আইসিসির পূর্বানুমতি ছাড়াই উসমান ব্যক্তিগত বার্তা প্রদর্শন করেছেন। এটি তঅন্যান্য নিয়ম ভঙ্গেরদ আওতায় পড়ে, প্রথম অপরাধে যেটির শাস্তি ভর্ৎসনা।'

আইসিসির পোশাক ও সরঞ্জাম নিয়মে বলা আছে, 'খেলোয়াড় এবং দলীয় কর্মকর্তাদের পোশাক, সরঞ্জাম বা এমন কিছুতে ব্যক্তিগত বার্তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও বোর্ড এবং আইসিসির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের পূর্বানুমোদন লাগবে। এমন বার্তা নির্দিষ্ট কোনো পোশাক বা অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে (যেমন আর্মব্যান্ড) অথবা শব্দ, প্রতীক, চিত্রলেখা, ছবি বা এমন যেকোনো কিছুর মাধ্যমে প্রদর্শন বা প্রদান করা হোক না কেন। রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা বর্ণ,সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের কোনো বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না।'

অবশ্য এ ধারা ভঙ্গের সর্বোচ্চ শাস্তি পেলেও খাজার দ্বিতীয় টেস্টে খেলা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, এমসিজিতে যেটি শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। তবে আইসিসির এমন অবস্থানের পর সে ম্যাচে খাজা কোন পথ অবলম্বন করেন, সেটিই দেখার বিষয় এখন।

পার্থ টেস্টের আগে অনুশীলনে নিজের জুতায় 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' এবং 'প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান';এমন স্লোগান লিখে ছিলেন খাজা। তবে সেটি পরে টেস্ট খেলতে নামলে আইসিসির শাস্তির মুখোমুখি হবেন, এমন জানার পর কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছিলেন খাজা। এর আগে আইসিসির সঙ্গে লড়াই করার ঘোষণাও দেন তিনি।

এক ভিডিও বার্তায় ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান বলেন, 'আইসিসি আমাকে বলেছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার জুতা পরতে পারব না। কারণ, এখানে রাজনৈতিক বিবৃতি আছে। আমি এমনটা বিশ্বাস করি না, এটা মানবিক আবেদন। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে বসল ঐতিহাসিক অমর একাদশের মূর্তি...

ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে ১৯১১ সালে এই ২৯ জুলাই ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দলকে ১-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবার আইএফএ শিল্ড জিতেছিল ইতিহাস মোহনবাগান। সেই ১১ জন নায়কদের এবার মূর্তি বসল ক্লাব প্রাঙ্গনে।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও অরূপ বিশ্বাস ছাড়া সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, প্রদীপ চৌধুরী, গৌতম সরকার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একাধিক প্রাক্তন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্র এবং সাহিত্যিক দেবারতি মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। ছবি: সুবীর মজুমদার

আম্পায়ারকে 'ভয় দেখিয়ে' নিষিদ্ধ কারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের আগে ওয়ার্মআপের সময় আম্পায়ারকে 'ভয় দেখানোর' অপরাধে বিগ ব্যাশ লিগে ৪ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন টম কারেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কোড অব কন্ডাক্টের 'লেভেল থ্রি' ধরনের অপরাধ করেছেন সিডনি সিক্সার্সের ইংলিশ পেসার। কারেনের শাস্তির বিরুদ্ধে অবশ্য আপিল করবে সিক্সার্স।

১১ ডিসেম্বর লঞ্চেস্টনে হোবার্ট হারিকেনসের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগের ঘটনা এটি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের রায়ে বলেছে, ম্যাচ শুরুর আগে ওয়ার্মআপে রানআপের অনুশীলন করছিলেন কারেন। তবে এ সময় ম্যাচের পিচের একটি অংশের ওপর এসে পড়েন তিনি এবং পিচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা চতুর্থ আম্পায়ার সরে যেতে বলেন তাঁকে। তবে এরপর কারেন উইকেটের অন্য প্রান্তে গিয়ে আরেকটি রানআপের চেষ্টা করেন।

সিএ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, আম্পায়ার এরপর স্টাম্পের পাশে অবস্থান নেন, কারেনকে পিচের দিকে আসতে বাধা দেন এবং পিচ থেকে কারেনকে সরে যেতে বলেন। ফুটেজে দেখা গেছে, কারেন এরপর আম্পায়ারকে পিচ থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করেন।

এরপর তারা ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছে, কারেন এরপর আরেকটি অনুশীলন রানআপ নিতে উদ্যত হন এবং দ্রুতগতিতে বোলিং ক্রিজে তাঁর দিকে মুখ করে থাকা আম্পায়ারের দিকে এগোতে থাকেন। আম্পায়ার এরপর সংঘর্ষের ঝুঁকি এড়াতে নিজের ডানে সরে যান।

এরপর কোড অব কন্ডাক্টের ২.১৭ ধারা ভাঙার অভিযোগ আনা হয় কারেনের বিপক্ষে। যে ধারায় 'আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি, মেডিকেল ব্যক্তিত্বকে কোনো ভাষা বা আচরণের মাধ্যমে ভীতি দেখানো বা ভীতি দেখানোর প্রচেষ্টা'র কথা বলা আছে।

অবশ্য এ অভীযোগ স্বীকার না করে শুনানিতে অংশ নেন কারেন। তবে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শাস্তি হিসেবে তাঁকে চারটি 'সাসপেনশন পয়েন্ট' দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সিডনির পরবর্তী তিন ম্যাচ;২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন স্টার্স, ৩০ ডিসেম্বর সিডনি থান্ডার ও ১ জানুয়ারি ব্রিসবেন হিটের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি। হোবার্টের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ১৯ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি।

স্টার্ক,কামিন্সের রেকর্ড গড়া দাম নিয়ে প্রশ্ন ডি ভিলিয়ার্স-গিলেস্পির

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমে প্যাট কামিন্স, পরে মিচেল স্টার্ক। মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে আইপিএলে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েছেন দুই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কামিন্সকে কিনেছে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে, এর কিছুক্ষণ পরই স্টার্কের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের দাম ওঠায় ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি।

দুই অস্ট্রেলিয়ান পেসারের এত দাম ওঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদেরই স্বদেশি সাবেক ক্রিকেটার জেসন গিলেস্পি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স। স্টার্ক, কামিন্স দুজনই ভালো বোলার। কিন্তু আইপিএলে এত দাম পাওয়ার মতো কি না, এমন প্রশ্ন তাঁদের।

ডি ভিলিয়ার্সকে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের প্রশ্নোত্তর পর্বে জিজ্ঞেস করা হয়, এবারের মিনি নিলামে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস কলকাতা ও হায়দরাবাদের তুলনায় ভালো কেনাবেচা করেছে বলে মনে করেন কি না? প্রশ্নকর্তার কথায় সায় দিয়ে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, 'আমি একদমই একমত। মুম্বাই খুবই স্মার্ট কেনাকাটা করেছে। মুম্বাই, চেন্নাই এবং অন্য যে দলগুলো আইপিএলে ভালো করে, তাদের কেনাকাটাও ভালোই হয়ে থাকে। তারা ভেবেচিন্তেই কেনে, আবেগ দিয়ে কেনে না। কামিন্স ও স্টার্ক, দুজনই অবিশ্বাস্য ভালো বোলার। তবে সত্যিটা হচ্ছে, এতটা দামের কি? এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে এবারের নিলামে ফাস্ট বোলারদের চাহিদা কত বেশি ছিল। দাম শুধু

বাড়তেই থাকল।'

দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত নিলামে দুই অস্ট্রেলীয় পেসারের রেকর্ড গড়া দামে বিস্মিত গিলেস্পিও। এর মধ্যে কামিন্সের দাম ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়াটাই অবাক করেছে সাবেক এই পেসারকে। গত বছর অ্যারন ফিঞ্চ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত ওয়ানডে ও টি, টোয়েন্টিতে কামিন্স নিয়মিত ছিলেন না। তাঁর পুরো মনোযোগ ছিল টেস্ট ক্রিকেটে। এ বিষয়টি তুলে ধরে গিলেস্পি অস্ট্রেলিয়ার এসইএন রেডিওর অনুষ্ঠানে বলেন, 'প্যাট অবশ্যই ভালো মানের বোলার, ভালো মানের নেতাও, যা আমরা এরই মধ্যে দেখেছি। তবে টি, টোয়েন্টি ওর সেরা সংস্করণ নয়। তাকে আমি টেস্ট বোলারই মনে করি। টেস্ট ক্রিকেটই তার আসল জায়গা।' গত মাসে ভারতের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দিলেও কামিন্স সীমিত ওভার ক্রিকেটে খুব বেশি সফল নন। এখন পর্যন্ত ৫০টি আন্তর্জাতিক টি, টোয়েন্টিতে ৭.৩৭ ইকোনমি ও ২৪.৫৪ গড়ে নিয়েছেন ৫৫ উইকেট। আইপিএলের ২০২০ আসরের আগে কলকাতা কামিন্সকে ১৫ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনেছিল। এবার সেটি আরও ৫ কোটি বেড়ে গেছে। গিলেস্পির মতে দামটা বেশিই হয়ে গেছে, 'সে ভালো টি,টোয়েন্টি বোলার। ভুল করে না। কিন্তু আমার চোখে এটা (দাম) অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

কামিন্সকে হায়দরাবাদ রেকর্ড দামে কেনার কিছুক্ষণ পরই স্টার্ক তাঁকে ছাড়িয়ে যান। এর আগে আইপিএলে দুই আসরে ২৭ ম্যাচে ৩৪ উইকেট নেওয়া স্টার্ককে কলকাতা কিনেছে প্রায় ২৫ কোটি রুপিতে। বাঁহাতি এই পেসারকে নিয়ে গিলেস্পির বক্তব্যটা এ রকম, 'দুর্দান্ত কেনাকাটা হয়েছে। প্রচুর টাকা। আমরা সবাই মানি, আইপিএল বিত্তশালী এক টুর্নামেন্ট। আমি মিচের জন্য খুবই খুশি। ওর যে দাম উঠেছে, তাতে একজন বাঁহাতি ফাস্ট বোলার এবং বাঁহাতি সুইং বোলারের কী গুরুত্ব, সেটা ফুটে উঠেছে।'

রেকর্ডের ঘোড়া ছুটিয়ে শীতকালীন বিরতিতে কেইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিগ বদলেছে, ক্লাব বদলেছে, কিন্তু বদলাননি হ্যারি কেইন। বদলায়নি তাঁর গোল করার ধারাও।

জার্মান বুন্দেসলিগায় গত রাতে ভলফসবুর্গের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখের ২-১ ব্যবধানে জয়ে দ্বিতীয় গোলটি কেইনের। এর মধ্য দিয়ে ইংলিশ স্ট্রাইকার ভেঙেছেন বুন্দেসলিগার আরেকটি রেকর্ড।

ফক্সওয়াগেন অ্যারেনায় গত রাতে ভলফবুর্গের বিপক্ষে ম্যাচের ৪৩ মিনিটে দূরপাল্লার শটে জাল খুঁজে নেন কেইন। বুন্দেসলিগায় তাঁর গোলসংখ্যা এখন ২১, যা কিনা ১৫ ম্যাচ শেষে এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এর আগে ১৫ ম্যাচ শেষে সর্বোচ্চ ২০ গোল করেছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কি। এবার লেভার সে রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

কেইন যেভাবে গোলের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, তাতে বুন্দেসলিগার এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটাও নিজের করে নেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জার্মানির শীর্ষ লিগের এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৪১ গোলের রেকর্ডটি লেভানডফস্কিরই। ২০২০-২১ মৌসুমে এ কীর্তি গড়েছিলেন লেভা। ভেঙে দিয়েছিলেন ১৯৭১-৭২ মৌসুমে কিংবদন্তি গার্ড মুলারের করা ৪০ গোলের রেকর্ড। সেই রেকর্ড অক্ষত ছিল প্রায় ৪৯ বছর। কিন্তু লেভার রেকর্ড ৩ বছরের মধ্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

১৮ দলের বুন্দেসলিগায় প্রতিটি দল সবার সঙ্গে দুবার করে মোট ৩৪ ম্যাচ খেলে। হ্যারি কেইন এখন পর্যন্ত প্রথম ১৫ ম্যাচেই খেলেছেন। বাকি আছে আরও ১৯ ম্যাচ। চোট বা অন্য কোনো কারণে ছিটকে না গেলে আগামী ১৯ ম্যাচেও তিনি খেলবেন, এটা একরকম নিশ্চিত। লেভার রেকর্ড নিজের করে নিতে হলে কেইনকে ১৯ ম্যাচে করতে

হবে আরও ২১ গোল।

৩০ বছর বয়সী কেইন বুন্দেসলিগায় এখন পর্যন্ত গড়ে ম্যাচপ্রতি ১.৪০টি করে গোল করেছেন। লিগের এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড গড়তে হলে সে তুলনায় আরও কম গড়ে গোল করলেও চলবে;গড়ে ম্যাচপ্রতি ১.১০টি করে। লেভা অবশ্য ২০২০-২১ মৌসুমে ২৯ ম্যাচেই ৪১ গোল করেছিলেন।

কেইনের একের পর এক রেকর্ড ভাঙার খেল দেখে লেভা নিজের প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে থাকতে পারেননি। ইংলিশ অধিনায়কের নামের সঙ্গে মিল রেখে 'হারিকেন' (ঘূর্ণিঝড়) সম্বোধন করে পোল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'যখন আমি নিজের রেকর্ডের কথা ভাবি, এখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়। কখনোই ভাবিনি গার্ড মুলারের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারি। এটা ছিল স্রেফ পাগলামি। দ্য হারিকেন অনেক বড় মাপের খেলোয়াড়। বুন্দেসলিগাও সহজ কোনো প্রতিযোগিতা নয়। আমার মনে হয় (রেকর্ডটা ভাঙতে) ওর আরেকটু সময় দরকার।'

এ ম্যাচ দিয়েই বড়দিন ও শীতকালীন বিরতিতে যাচ্ছেন কেইন। নতুন রেকর্ড গড়ে বিশ্রামে যেতে পারায় নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তিনি, 'যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে খেলেই শীতকালীন বিরতিতে যাচ্ছি। বায়ার্নে আমার প্রথম কয়েক মাস খুব ভালো কাটল। এখন আমি বিশ্রাম নিতে চাই। নতুন বছরে আবার ফিরব।'

তবে কাল জয়ের পরও বুন্দেসলিগার পয়েন্ট তালিকার দুইয়েই আছে বায়ার্ন। ১৫ ম্যাচে বাভারিয়ানদের পয়েন্ট ৩৮। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মৌসুমের চমক বায়ার লেভারকুসেন। জাবি আলোনসোর লেভারকুসেন অবশ্য বায়ার্নের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলেছে। দারুণ ছন্দে থাকা দলটি গত রাতেও হেসেখেলে জিতেছে, বোখুমকে উড়িয়ে দিয়েছে ৪,০ ব্যবধানে।

এ জয়ে নতুন এক কীর্তি গড়েছে লেভারকুসেন। জার্মানির প্রথম ক্লাব হিসেবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম ২৫ ম্যাচ শেষে অপরাজিত তারা। দলটি জিতেছে ২২ ম্যাচ, ড্র করেছে ৩টিতে। এই ২৫ ম্যাচে ৮১ গোল করেছে। অর্থাৎ, গড়ে ম্যাচপ্রতি ৩.২৪টি।

এদিকে, ইংলিশ লিগ কাপে (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) ওয়েস্ট হাম ৫,১ ব্যবধানে উড়িয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে লিভারপুল। শেষ চারে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে লন্ডনের ক্লাব ফুলহামকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**